১.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিচিতি

১.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভাকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Cabinet Affairs)-এর একটি বিভাগ হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন উক্ত মন্ত্রণালয় পরবর্তীকালে মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয় নামে অভিহিত হয়। ১৯৭৫ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের আওতায় এবং ১৯৮২ সালের প্রথম দিকে পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের আওতায় ন্যস্ত করা হয়। ১৯৮২ সালে সামরিক আইন জারির পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ের আওতায় ন্যস্ত করা হয়। ১৯৮৩ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পুনরায় রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের আওতায় ন্যস্ত হয়। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে ১৯৯১ সালে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশাসনিক বিভাগ হিসাবে বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠিত হয়।

১.২ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য এবং সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন নীতি-নির্ধারণে এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সমস্যাসমূহের নিষ্পত্তি ও মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মাঠপর্যায় পর্যন্ত সরকারের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে, যার প্রভাব সরকারের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয়।

১.৩ মহামান্য রাষ্ট্রপতির শপথ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের নিয়োগ, শপথ, অব্যাহতি, দপ্তর-বণ্টন ও পুনর্বণ্টন এবং মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব অর্পণ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীর পদমর্যাদা প্রদান; মাননীয় প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা ইত্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান দায়িত্ব। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণের পারিতোষিক ও সুবিধাদি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও সংশোধন সম্পর্কিত কার্যাবলি; জাতীয় পতাকা বিধি, জাতীয় সংগীত বিধি, জাতীয় প্রতীক বিধি, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স এবং রুল্‌স অব বিজনেস প্রণয়ন, সংশোধন ও প্রয়োজনে এগুলির ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি; মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মবণ্টন; মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণের প্রটোকল সংক্রান্ত নির্দেশমালা; মন্ত্রিসভার সদস্যগণের সেবামূলক কার্যাদি; রাষ্ট্রীয় তোশাখানার ব্যবস্থাপনা ও তদারকি; মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মাঠপর্যায়ে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে সহায়তা, জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান, মহান মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বিদেশি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান, জাতীয় শোক দিবস পালন ইত্যাদি বিষয়সমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মপরিধির আওতাধীন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সমরপুস্তক, বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বিধি প্রণয়ন, বিতরণ এবং নিরাপদ হেফাজত সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়।

১.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সাচিবিক সহায়তা প্রদান এ বিভাগের মূল দায়িত্ব। মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করাও এ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ ছাড়া, জনপ্রশাসনের মানোন্নয়ন ও সুশাসন কৌশল প্রণয়ন; প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি-এর (নিকার) সভা অনুষ্ঠান এবং এ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি অনুসরণ; বিভাগ, জেলা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, থানা, পৌরসভা ইত্যাদির সীমানা পূনর্নির্ধারণ; নতুন বিভাগ/জেলা/সিটি কর্পোরেশন/উপজেলা/থানা/পৌরসভা গঠন/স্থাপন; জেলাসমূহের কোর ভবনাদি নির্মাণের স্থান নির্বাচন ইত্যাদি কার্যাবলি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন।

১.৫ জনপ্রশাসনের মানোন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও সরকারি দপ্তরের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে থাকে। এ বিভাগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার সর্বত্র সম্প্রসারণের মাধ্যমে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের পাশাপাশি কেন্দ্র ও মাঠপর্যায়ে উদ্ভাবন কার্যক্রম উৎসাহিতকরণ, পাইলটিং, সম্প্রসারণ ও সমন্বয় এবং সরকারি দপ্তরের উত্তম চর্চাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সেগুলি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের দায়িত্ব পালন করে।

১.৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচ্ছেদ এবং Rules of Business, 1996-এর rule 16(vi) অনুযায়ী প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বছর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ প্রণয়নপূর্বক অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন; Rules of Business, 1996-এর rule 25(1) অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সংকলন/প্রণয়ন, এবং rule 25(2) অনুসরণে প্রাথমিক প্রতিবেদন উপস্থাপন rule 25(3) অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অর্থ-বছরভিত্তিক বার্ষিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সংকলন/প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিসভা-বৈ ঠকে উপস্থাপন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

১.৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে বিভিন্ন জাতীয় কমিটি, মন্ত্রিসভা-কমিটি, সচিব-কমিটি, নির্বাহী কমিটি ও বিশেষ কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাচিবিক সহায়তায় প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত স্থায়ী প্রকৃতির মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে:

- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;
- অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি; এবং
- জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি।

এ কমিটিগুলিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে গঠিত অস্থায়ী প্রকৃতির মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহকেও সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

১.৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্ন বিষয়ে গঠিত জাতীয় কমিটি, বিশেষ করে সচিব-কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ ছাড়া মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত স্থায়ী প্রকৃতির সচিব-কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে:

- প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি;
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি-সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি;
- সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি;
- ন্যাশনাল মনিটরিং কমিটি (এনএমসি);
- জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটি;
- নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি এবং
- আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি।

২.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

২.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো (TO&E) অনুযায়ী সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)-এর তত্ত্বাবধানে সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিট এবং অতিরিক্ত সচিবের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আইন অধিশাখাসহ ৬টি অনুবিভাগের অধীনে ১৪টি অধিশাখার আওতায় এ বিভাগের কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মোট ১৪টি অধিশাখা, ৩৬টি শাখা এবং একটি সেল রয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৬টি শাখার মধ্য থেকে ২৩টি শাখাকে সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত করে সেখানে উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে। অধিশাখাগুলি হচ্ছে: (১) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, (২) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয়, (৩) মন্ত্রিসভা-বৈঠক, (৪) রেকর্ড, (৫) সংস্থাপন, (৬) প্রশাসন ও শৃঙ্খলা, (৭) সাধারণ সেবা, (৮) সাধারণ, (৯) বিধি, (১০) সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার, (১১) মন্ত্রিসেবা, (১২) আইন-১, (১৩) মাঠপ্রশাসন সংস্থাপন, (১৪) মাঠপ্রশাসন শৃঙ্খলা, (১৫) মাঠপ্রশাসন সমন্বয়, (১৬) মাঠপ্রশাসন সংযোগ, (১৭) জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ, (১৮) ক্রয় ও অর্থনৈতিক, (১৯) নিকার, (২০) উন্নয়ন সমন্বয়, (২১) কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা, (২২) প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১

এবং (২৩) প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-২। অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পদসংখ্যা ২৪৯টি। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট-১ এ দেখানো হল।

২.২ মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান ও প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দাপ্তরিক কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এবং একজন অতিরিক্ত সচিব রয়েছেন। ছয়জন অতিরিক্ত সচিব ছয়টি অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। এ ছাড়া দুই জন অতিরিক্ত সচিব এবং সাতজন যুগ্মসচিব নয়টি অধিশাখার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

২.৩ সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুবিভাগ ও আওতাধীন অধিশাখাসমূহ নিম্নরূপ:

অনুবিভাগ	অধিশাখা	শাখা/সেল
১. সমন্বয় (সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটভুক্ত)	১. নিকার ও উন্নয়ন সমন্বয়	১. নিকার ২. উন্নয়ন সমন্বয়
	২. প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়	৩. প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১ ৪. প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-২
২. সংস্কার (সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটভুক্ত)	৩. সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা	৫. সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ৬. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন
	৪. প্রশাসনিক সংস্কার ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা	৭. শুদ্ধাচার ও প্রশাসনিক সংস্কার ৮. কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা
	৫. ই-গভর্নেন্স	৯. ই-গভর্নেন্স-১ ১০. ই-গভর্নেন্স-২ ১১. আইসিটি সেল
৩. মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট	৬. মন্ত্রিসভা	১২. মন্ত্রিসভা-বৈঠক ১৩. মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ১৪. মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয়
	৭. রিপোর্ট ও রেকর্ড	১৫. রিপোর্ট ১৬. রেকর্ড
৪. প্রশাসন ও বিধি	৮. প্রশাসন	১৭. সংস্থাপন ১৮. প্রশাসন ও শৃঙ্খলা ১৯. সাধারণ সেবা ২০. গোপনীয় ও তোশাখানা ২১. সাধারণ ২২. কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অভিযোগ
	৯. পরিকল্পনা ও বাজেট	২৩. পরিকল্পনা ও বাজেট ২৪. হিসাব
	১০. বিধি ও সেবা	২৫. বিধি ২৬. সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার ২৭. মন্ত্রিসেবা
	১১. আইন	২৮. আইন-১ ২৯. আইন-২
৫. জেলা ও মাঠপ্রশাসন	১২. জেলা ও মাঠ প্রশাসন	৩০. মাঠপ্রশাসন সংস্থাপন ৩১. মাঠপ্রশাসন সমন্বয় ৩২. মাঠপ্রশাসন শৃঙ্খলা ৩৩. মাঠপ্রশাসন সংযোগ
	১৩. জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি	৩৪. জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি নীতি ৩৫. জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ
৬. কমিটি ও অর্থনৈতিক	১৪. কমিটি ও অর্থনৈতিক	৩৬. কমিটি বিষয়ক ৩৭. ক্রয় ও অর্থনৈতিক

২.৪ অতিরিক্ত সচিব এবং যুগ্মসচিবগণের দায়িত্বাধীন নয়টি অধিশাখা ব্যতীত অবশিষ্ট পাঁচটি অধিশাখা এবং সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত ২৩টি অধিশাখার দায়িত্বে রয়েছেন একজন করে উপসচিব এবং অন্যান্য শাখার দায়িত্বে আছেন একজন করে সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব। হিসাব শাখায় চলতি দায়িত্বে একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রয়েছেন। ই-গভর্নেন্স অধিশাখার আওতায় আইসিটি সেলে সিস্টেম এনালিস্ট, সহকারী সিস্টেম এনালিস্ট, মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রোগ্রামার নিয়োজিত আছেন। সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অধিশাখার আওতায় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখায় একজন সহকারী প্রধান নিয়োজিত আছেন।

২.৫ ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য সাতটি প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) নির্ধারণ করা হয়। প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পরিশিষ্ট-২-এ দেখানো হল।

২.৬ ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পাঁচটি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন ছিল। এগুলির উদ্দেশ্য এবং ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে অর্থবরাদ্দ, ব্যয় ও বাস্তবায়ন-অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিশিষ্ট-৩-এ দেখানো হল।

৩.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কার্যাবলি

Allocation of Business among the different Ministries and Divisions (Schedule I of the Rules of Business, 1996) অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১। মন্ত্রিসভা ও কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান।
২। মন্ত্রিসভা ও কমিটিসমূহের কাগজ ও দলিলপত্র এবং সিদ্ধান্তসমূহের হেফাজত।
৩। মন্ত্রিসভা ও কমিটিসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা।
৪। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীর পারিতোষিক ও বিশেষ অধিকার।
৫। রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি।
৬। রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ পরিচালনা এবং রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ।
৭। কার্যবিধিমালা এবং মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের মধ্যে কার্যবণ্টন।
৮। তোশাখানা।
৯। পতাকা বিধিমালা, জাতীয় সঙ্গীত বিধিমালা এবং জাতীয় প্রতীক বিধিমালা।
৯ক। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন।
১০। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের নিয়োগ ও পদত্যাগ এবং তাঁদের শপথ পরিচালনা।
১১। ভ্রমণভাতা ও দৈনিকভাতা ব্যতীত প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণ সম্পর্কিত সাধারণ সেবা।
১১ক। দুর্নীতি দমন কমিশন সংক্রান্ত সকল বিষয়।
১২। যুদ্ধ ঘোষণা।
১৩। সচিব কমিটি ও উপ-কমিটিসমূহের সাচিবিক দায়িত্ব।
১৪। উপজেলা, জেলা ও বিভাগসমূহের সাধারণ প্রশাসন।
১৫। পদমানক্রম।
১৬। ফৌজদারি বিচার পরিবীক্ষণ।
১৭। আন্তর্জাতিক পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রদান।
১৮। প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর সভা অনুষ্ঠান।
১৯। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আর্থিক বিষয়সহ প্রশাসন।
২০। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে লিয়াজোঁ এবং এ বিভাগে বরাদ্দকৃত বিষয়সমূহ সম্পর্কে অন্যান্য দেশ ও বিশ্বসংস্থার সঙ্গে চুক্তি ও সমঝোতা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ।
২১। এ বিভাগে বরাদ্দকৃত বিষয়ে সকল আইন।
২২। জাতীয় পুরস্কার এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানসমূহ।

২৩। প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বছর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ প্রণয়ন।

২৪। মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন।

২৫। 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২', বাস্তবায়ন।

২৬। সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন।

২৭। আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়সাধন।

৪.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবণ্টন

সমন্বয় অনুবিভাগ

নিকার ও উন্নয়ন সমন্বয় অধিশাখা

১। নিকার শাখা

১.১ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর সভা অনুষ্ঠান এবং এতৎসংক্রান্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

১.২ নিকার-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

১.৩ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

১.৪ নতুন উপজেলা ও থানা গঠন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভা অনুষ্ঠান এবং এতৎসংক্রান্ত কাজ;

১.৫ জাতীয় পরিবীক্ষণ কমিটির (এনএমসি) সভা সংক্রান্ত কাজ;

১.৬ জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠান এবং এতৎসংক্রান্ত কাজ;

১.৭ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ-ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সিটিজেন্স চার্টার প্রভৃতি বাস্তবায়ন; এবং

১.৮ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

২। উন্নয়ন সমন্বয় শাখা

২.১ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;

২.২ নাগরিক তথ্য, সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও সিটিজেন্স ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটির সভার যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়;

২.৩ কিশোরগঞ্জ দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন সংক্রান্ত কাজ;

২.৪ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি এবং ইস্তাম্বুল কর্মপরিকল্পনা পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

২.৫ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ-ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সিটিজেন্স চার্টার প্রভৃতি বাস্তবায়ন;

২.৬ সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটের যাবতীয় প্রতিবেদনের সমন্বয় সংক্রান্ত কাজ এবং

২.৭ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয় অধিশাখা

৩। প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১ শাখা

৩.১ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি সংশ্লিষ্ট কাজ;

৩.২ সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের জনবল হ্রাস/বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপন;

৩.৩ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশ/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

৩.৪ চাকরি ও নিয়োগবিধি এবং জনবল সংক্রান্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রস্তাবের ওপর মতামত প্রদান এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এ সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্ব পালন;

৩.৫ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ-ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সিটিজেন্‌স চার্টার প্রভৃতি বাস্তবায়ন; এবং

৩.৬ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

৪। প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-২ শাখা

৪.১ সচিব-সভা সংশ্লিষ্ট কাজ;

৪.২ সচিব-সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

৪.৩ সচিব-সভা কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন উপকমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৪.৪ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা ও নির্দেশাবলি প্রণয়ন;

৪.৫ স্বাধীনতা পদক সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই;

৪.৬ জাতীয় পদক পরিধান নির্দেশিকা প্রণয়ন/সংশোধন সংক্রান্ত কাজ;

৪.৭ সমন্বয় অনুবিভাগের যাবতীয় প্রতিবেদনের সমন্বয় সংক্রান্ত কাজ;

৪.৮ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ-ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সিটিজেন্‌স চার্টার প্রভৃতি বাস্তবায়ন; এবং

৪.৯ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

সংস্কার অনুবিভাগ

সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অধিশাখা

৫। সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা শাখা

৫.১ সুশাসন জোরদারকরণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন;

৫.২ সুশাসন জোরদারকরণের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ- চাহিদা পূরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমন্বয়;

৫.৩ সরকারি দপ্তরে সেবার মানোন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নীতি/কর্মসূচি পাইলটিং ও বাস্তবায়ন;

৫.৪ সরকারি দপ্তরে সিটিজেন্‌স চার্টার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও উন্নয়ন;

৫.৫ বিভিন্ন স্তরের সরকারি দপ্তরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (Grievance Redress System) কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;

৫.৬ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন-পরিবীক্ষণ;

৫.৭ অভিযোগ অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ;

৫.৮ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সভা, সেমিনার, কর্মশালা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রম গ্রহণ;

৫.৯ জনপ্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত প্রস্তাবের ওপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত প্রদান;

৫.১০ সুশাসন সংক্রান্ত লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ (LCG)-এর কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন;

৫.১১ মাঠপ্রশাসনের সঙ্গে সুশাসন সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের সমন্বয়সাধন;

৫.১২ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ-ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সিটিজেন্‌স চার্টার প্রভৃতি বাস্তবায়ন;

৫.১৩ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়স্থ এক্সেস-টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যে সম্পাদিত MoU সংশ্লিষ্ট কাজ; এবং

৫.১৪ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

৬। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা

৬.১ উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির TPP/DPP প্রণয়ন ও সংশোধন;

৬.২ প্রকল্প/কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ;

৬.৩ এনইসি ও একনেক সভায় উপস্থাপিত প্রকল্প/কর্মসূচির সারসংক্ষেপের ওপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত/মন্তব্য প্রেরণ;

৬.৪ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বরাদ্দ গ্রহণ ও ছাড়করণ;

৬.৫ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার ওপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত/প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৬.৬ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ-ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সিটিজেন্‌স চার্টার প্রভৃতি বাস্তবায়ন; এবং

৬.৭ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

প্রশাসনিক সংস্কার ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা অধিশাখা

৭। শুদ্ধাচার ও প্রশাসনিক সংস্কার শাখা

৭.১ শুদ্ধাচার, সুশাসন ও সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাব, উত্তম চর্চা (best practices) ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান চিহ্নিতকরণ এবং জাতীয় নীতিতে প্রতিফলন সংক্রান্ত কাজ;

৭.২ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয়, অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়সাধন;

৭.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৭.৪ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আওতায় গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ, পরিষদের নির্বাহী কমিটি এবং বিভিন্ন উপকমিটির সভা সংক্রান্ত কাজ;

৭.৫ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেমিনার, কর্মশালা, জনঅবহিতকরণ সভা এবং প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রম গ্রহণ;

৭.৬ শুদ্ধাচার, সুশাসন এবং সংস্কার সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম, সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ কর্মশালা আয়োজন/অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কাজ;

৭.৭ তথ্য অধিকার আইন ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত কাজ;

৭.৮ সার্ক মন্ত্রিপরিষদ সচিব সভা আয়োজন, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;

৭.৯ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ-ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সিটিজেন্‌স চার্টার প্রভৃতি বাস্তবায়ন; এবং

৭.১০ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

৮। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা

৮.১ সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা/ নির্দেশিকা/কাঠামো প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

৮.২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও পর্যালোচনা, বাস্তবায়ন-পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

৮.৩ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত সফ্‌টওয়্যার প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ, আধুনিকায়ন ও ব্যবস্থাপনা;

৮.৪ সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অংশিজনের সঙ্গে সেমিনার, কর্মশালা ও মতবিনিময়সভার আয়োজন;

৮.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তরের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা;

৮.৬ কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ পর্যালোচনা;

৮.৭ কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রম গ্রহণ;

৮.৮ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ-ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সিটিজেন্‌স চার্টার প্রভৃতি বাস্তবায়ন; এবং

৮.৯ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

ই-গভর্নেন্স অধিশাখা

৯। ই-গভর্নেন্স-১ শাখা

৯.১ ই-গভর্নেন্স এবং ই-সেবা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ কর্তৃক গৃহীত এতৎসংক্রান্ত উদ্যোগসমূহের সমন্বয়;

৯.২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধকরণ, সহায়তা প্রদান ও পরিবীক্ষণ;

৯.৩ জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৫-এর আওতায় গৃহীত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মপরিকল্পনা (Action Plan)-এর বাস্তবায়ন সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ;

৯.৪ দেশে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একটি সমন্বিত ও সার্বিক কৌশল প্রণয়ন;

৯.৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সভা, কর্মশালা, সেমিনার, সম্মেলন ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন;

৯.৬ ই-সেবা সংক্রান্ত সকল আইন, নীতি, গাইডলাইনস (জাতীয় তথ্য বাতায়ন, সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, ই-কোর্ট ইত্যাদি) ও আদর্শমান (স্ট্যান্ডার্ড) প্রণয়নে সমন্বয় সাধন;

৯.৭ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহের ই-ফাইল বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণে সমন্বয় সাধন;

৯.৮ মাঠপর্যায়ে ই-সেবা, জাতীয় তথ্য বাতায়ন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, ভূমি-সেবা, ডিজিটাল সেন্টার এবং উদ্ভাবনবিষয়ক কার্যক্রম পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন-সংক্রান্ত কাজ;

৯.৯ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা প্রমিতকরণের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরে ইউনিকোডের ব্যবহার নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

৯.১০ দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ-ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সিটিজেন্স চার্টার প্রভৃতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজ; এবং

৯.১১ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

১০. ই-গভর্নেন্স-২ শাখা

১০.১ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি কার্যক্রম ও সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবনী প্রয়াস উৎসাহিতকরণ এবং এতৎসংক্রান্ত নীতিমালার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

১০.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সভা, কর্মশালা, সেমিনার, সম্মেলন ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন;

১০.৩ ই-গভর্নেন্স-সংক্রান্ত উত্তম চর্চাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;

১০.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগে ইনোভেশন টিম-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রমের সমন্বয়;

১০.৫ ভূমিসেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগসমূহের সমন্বয় সাধন;

১০.৬ সেবাপদ্ধতি সহজীকরণ সংক্রান্ত কাজ সমন্বয়;

১০.৭ Open Government Data সম্পর্কিত কাজ;

১০.৮ সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ই-ফাইল বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণে সমন্বয়সাধন;

১০.৯ ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের ডিজিটাল সেন্টারসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং এতৎসংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন;

১০.১০ মাঠপর্যায়ে ই-সেবা, জাতীয় তথ্য বাতায়ন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, ভূমি-সেবা, ডিজিটাল সেন্টার এবং উদ্ভাবন বিষয়ক কার্যক্রম পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ;

১০.১১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা-চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রাপ্ত বরাদ্দ-সংক্রান্ত কাজ;

১০.১২ মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি-সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

১০.১৩ বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়নের আওতায় প্রস্তুতকৃত সকল সরকারি ওয়েবসাইটের কনটেন্ট হালনাগাদকরণ কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন;

১০.১৪ দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ-

ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সিটিজেন্‌স চার্টার প্রভৃতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজ; এবং

১০.১৫ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

১১। আইসিটি সেল

১১.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এর অধিক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত যাবতীয় কারিগরি কাজ তথা হার্ডওয়্যার, সফ্‌টওয়্যার, নেটওয়ার্ক, সার্ভার, ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা এবং এতৎসংক্রান্ত বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়ন;

১১.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে স্থাপিত ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম-সংশ্লিষ্ট কারিগরি কাজ সম্পাদন;

১১.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখার কম্পিউটার সিস্টেম উন্নয়ন, সফ্টওয়্যার তৈরি ও প্রোগ্রাম ইনস্টলেশন ইত্যাদি কাজ সম্পাদন;

১১.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ব্যবহৃত সরকারি ই-মেইল একাউন্ট সংক্রান্ত কাজ;

১১.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ইলেক্ট্রনিক ডাক, ডিজিটাল সিগনেচার, ইলেক্ট্রনিক ফাইল, ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড কিপিং প্রভৃতি বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন;

১১.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল প্রজ্ঞাপন, বিধি, নীতিমালা, পরিপত্র ইত্যাদি নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ ও নিয়মিত ডাটা বেকআপ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

১১.৭ Information Exchange Management System (IEMS) সফ্‌টওয়্যার ব্যবহার করে পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এফসিআর) প্রস্তুতকরণে সহযোগিতা প্রদান এবং সফ্‌টওয়্যার-ব্যবস্থাপনা তদারকি;

১১.৮ মাঠপর্যায়ে ই-সেবা, জাতীয় তথ্য বাতায়ন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম, ডিজিটাল সেন্টার এবং আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রম পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন-সংক্রান্ত কার্যাবলি;

১১.৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে স্থাপিত সার্ভার, ওয়ার্কস্টেশন, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN), ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (WAN), ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক এবং আইপি ফোন নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা তদারকি;

১১.১০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের টিওএন্ডইভুক্ত কম্পিউটার সার্ভার, ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, এন্টিভাইরাস সফ্টওয়্যার, অপারেটিং সিস্টেম সফ্টওয়্যার, প্রোজেক্টর, রাউটার, সুইচ, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএস, আইপি ফোন, ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম ইত্যাদি যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্টক রেজিস্টার ও হিস্ট্রি বুক সংরক্ষণ;

১১.১১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ব্যবহার অনুপযোগী সকল আইসিটি-সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির প্রতিবেদন প্রণয়ন ও নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত কাজ;

১১.১২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কম্পিউটার ল্যাবের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

১১.১৩ মন্ত্রিপরিষদ কক্ষ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগস্থ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্থাপিত কম্পিউটার যন্ত্রাংশ এবং ইন্টারনেটের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

১১.১৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগ কর্তৃক উপস্থাপিত

পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনায় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান;

১১.১৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল কম্পিউটারে এন্টিভাইরাস সফট্ওয়্যারের কার্যকারিতা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় ট্রাবলস্যুটিং নিশ্চিতকরণ; এবং

১১.১৬ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ

মন্ত্রিসভা অধিশাখা

১২। মন্ত্রিসভা-বৈঠক শাখা

১২.১ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য প্রাপ্ত সারসংক্ষেপের সংখ্যাগত পর্যাপ্ততা, প্রয়োজনানুগ সম্পূর্ণতা এবং কাঠামোগত সঠিকতা নিশ্চিতকরণ;

১২.২ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের জন্য মন্ত্রিসভার সদস্যগণের নিকট প্রস্তাবিত আলোচ্যসূচি এবং সারসংক্ষেপসহ বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ এবং মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা সম্পাদন;

১২.৩ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহের সংক্ষিপ্ত 'রেকর্ড অব ডিসকাশনস' এবং রেকর্ড অব ডিসিশন লিপিবদ্ধকরণ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ;

১২.৪ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণীর অনুলিপি মন্ত্রিসভার সদস্যগণের নিকট প্রেরণ ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফেরৎ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

১২.৫ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতিসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও সচিবগণের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে প্রেরণ;

১২.৬ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ অবগতির জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ;

১২.৭ কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণে কোন ভুল-ত্রুটির বিষয়ে কোন মন্ত্রী কর্তৃক দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তৎপরিপ্রেক্ষিতে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণক্রমে সংশ্লিষ্ট দাপ্তরিক কাগজপত্রসহ কার্যবিবরণী সংশোধন এবং সংশোধিত কার্যবিবরণী জারিকরণ;

১২.৮ মন্ত্রিগণের নিকট প্রেরিত কাগজপত্রের একটি তালিকা সংরক্ষণ এবং তাঁদের দায়িত্ব অবসানকালে তা ফেরৎ গ্রহণ;

১২.৯ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতিসমূহ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ অধিশাখায় প্রেরণ;

১২.১০ মন্ত্রিসভা-বৈঠক সংশ্লিষ্ট রেকর্ডসমূহ যথা- বিজ্ঞপ্তি, সারসংক্ষেপ ও কার্যবিবরণী স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য রেকর্ড শাখায় প্রেরণ;

১২.১১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য প্রাপ্ত সারসংক্ষেপ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণান্তে উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগে ফেরৎ প্রদান;

১২.১২ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য সারসংক্ষেপ যথাযথভাবে তৈরির বিষয়ে নির্দেশনা জারিকরণ;

১২.১৩ মন্ত্রিসভা-বৈঠক সংশ্লিষ্ট কাজ ও নথিপত্রের গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; এবং

১২.১৪ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব-কর্ম সম্পাদন।

১৩। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ শাখা

১৩.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠক শাখা থেকে প্রাপ্ত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ ডায়েরিভুক্ত করে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক নথি সৃজন;

১৩.২ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মাসিক ও বিশেষ প্রতিবেদন সংগ্রহ ও পর্যালোচনা;

১৩.৩ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং প্রয়োজনে তাগিদ/ পরামর্শ প্রদান;

১৩.৪ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কোন সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে কি না, সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে অবহিতকরণ;

১৩.৫ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন;

১৩.৬ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজনে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয় অধিশাখাকে সহায়তা প্রদান;

১৩.৭ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত-সংশ্লিষ্ট নথিপত্রের গোপনীয়তা রক্ষা, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও সংরক্ষণ; এবং

১৩.৮ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব-কর্ম সম্পাদন।

১৪। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয় শাখা

১৪.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন ও তাতে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

১৪.২ মন্ত্রিসভা অনুবিভাগ/অধিশাখার আন্তঃশাখা সমন্বয় ও সমন্বিত রিপোর্ট প্রণয়ন;

১৪.৩ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়নে 'মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ শাখা'-কে সহায়তা প্রদান;

১৪.৪ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপিত বিষয় ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বর্ণানুক্রমিক সূচি প্রস্তুতকরণ;

১৪.৫ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণীর উদ্ধৃতি সংরক্ষণ ও নিরাপদ হেফাজতের প্রত্যয়ন সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ;

১৪.৬ মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের কর্মমূল্যায়ন ও অফিস-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক সভা আয়োজন;

১৪.৭ মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগের প্রতি মাসে সম্পাদিত অতীব গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য কাজের তালিকা সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা থেকে সংগ্রহপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তা রিপোর্ট শাখায় প্রেরণ;

১৪.৮ প্রতি অর্থ-বছরে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিকল্পনা ও বাজেট শাখায় প্রেরণ;

১৪.৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতি অর্থ-বছরের কার্যাবলি সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগের তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা থেকে সংগ্রহপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তা রিপোর্ট শাখায় প্রেরণ;

১৪.১০ বছরের শুরুতে জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগের তথ্যাদি সকল শাখা/অধিশাখা থেকে সংগ্রহ করে অনুবিভাগভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক তা রিপোর্ট শাখায় প্রেরণ;

১৪.১১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত-সংশ্লিষ্ট সকল নথিপত্রের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; এবং

১৪.১২ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব-কর্ম সম্পাদন।

রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা

১৫। রিপোর্ট শাখা

১৫.১ সংসদ-সদস্যদের প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বছর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংসদে প্রদেয় ভাষণের খসড়া প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন ও চূড়ান্তকরণ এবং বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মুদ্রণ এবং বিতরণ;

১৫.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কর্ম-সম্পাদনবিষয়ক প্রতিবেদন সংগ্রহ, সংকলন ও মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ;

১৫.৩ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অর্থ-বছরভিত্তিক কর্ম-সম্পাদনবিষয়ক প্রতিবেদন সংগ্রহ, সংকলন, মন্ত্রিসভার আলোচনার জন্য মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন ও চূড়ান্তকরণ, প্রকাশনার বিতরণ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশনার সফ্টকপি প্রকাশ;

১৫.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাসিক কর্ম-সম্পাদনবিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ;

১৫.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রকাশনা, বিতরণ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ;

১৫.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজ/অর্জিত সাফল্যের প্রতিবেদন চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ; এবং

১৫.৭ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব-কর্ম সম্পাদন।

১৬। রেকর্ড শাখা

১৬.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের বিজ্ঞপ্তি, সারসংক্ষেপ ও কার্যবিবরণীর সূচিপত্র তৈরি করে বই আকারে বাঁধাইপূর্বক সংরক্ষণ;

১৬.২ সংবাদপত্র/সাময়িকীতে প্রকাশিত সংবাদ ও তথ্য অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত পেপার ক্লিপিং সংরক্ষণ, পরীক্ষণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ;

১৬.৩ সমরপুস্তক সংরক্ষণ ও বিতরণ এবং অভিরক্ষকগণের নিকট থেকে নিরাপদ হেফাজতের প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

১৬.৪ জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষণযোগ্য দলিলপত্র আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর

নিকট হস্তান্তর; এবং

১৬.৫ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগ

প্রশাসন অধিশাখা

১৭। সংস্থাপন শাখা

১৭.১ টিওএন্ডই, কর্মবণ্টন, নতুন পদ সৃজন ও নবনিয়োগ সংক্রান্ত কাজ;

১৭.২ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের বদলি, পদোন্নতি, চাকরি স্থায়ীকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ;

১৭.৩ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের ব্যক্তিগত নথি, সার্ভিস বুক, ছুটি রেজিস্টার, প্রতিস্বাক্ষরকৃত বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ফরম সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;

১৭.৪ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দক্ষতাসীমা অতিক্রমের অনুমতি, টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, অগ্রিম বর্ধিত বেতন, সম্মানীভাতা, দায়িত্বভাতা, বিশেষ ভাতা ও অবসরভাতা প্রদান;

১৭.৫ চিকিৎসা-সুবিধা ব্যতিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী-কল্যাণ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়;

১৭.৬ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের বিভিন্ন অগ্রিম মঞ্জুরি;

১৭.৭ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের পাসপোর্ট ও বিদেশভ্রমণ সংক্রান্ত কাজ;

১৭.৮ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণকে বিশেষ/অতিরিক্ত/চলতি দায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত কাজ;

১৭.৯ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণের তালিকা প্রেরণ;

১৭.১০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের জনবল বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং পরিসংখ্যান ব্যুরোতে প্রেরণ;

১৭.১১ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের যোগদানপত্র ও সচিবালয়-প্রবেশপত্র সংক্রান্ত কাজ;

১৭.১২ এ বিভাগে সংযুক্ত কর্মকর্তাগণের যোগদান ও অব্যাহতি সংক্রান্ত কাজ;

১৭.১৩ কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ-সংশ্লিষ্ট সংযুক্তি কর্মসূচি;

১৭.১৪ কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের চাকরি-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ; এবং

১৭.১৫ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

১৮। প্রশাসন ও শৃঙ্খলা শাখা

১৮.১ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত কাজ;

১৮.২ স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য স্বর্ণপদক ও রেপ্লিকা প্রস্তুত এবং এতৎসংক্রান্ত কাজ;

১৮.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজ;

১৮.৪ জরুরি প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা;

১৮.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের বাসা বরাদ্দ;

১৮.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের চিকিৎসা সংক্রান্ত আর্থিক সহায়তার আবেদন প্রক্রিয়াকরণ;

১৮.৭ বিলুপ্ত বিভাগীয় উন্নয়ন বোর্ডসমূহের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি;

১৮.৮ বাংলাদেশস্থ বিদেশি দূতাবাস/হাইকমিশন ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত কর্মকর্তাকে যোগদানের অনুমতি প্রদান;

১৮.৯ আন্তর্জাতিক পুরস্কার সংক্রান্ত কাজ;

১৮.১০ প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগের আন্তঃশাখা সমন্বয় ও সমন্বিত রিপোর্ট প্রণয়ন;

১৮.১১ প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগের ত্রৈমাসিক সমন্বয়সভা; এবং

১৮.১২ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

১৯। সাধারণ সেবা শাখা

১৯.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য মনোহারী দ্রব্যাদি ক্রয় ও এ-সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ;

১৯.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আসবাবপত্র, ফিক্সচার, ফিটিংস ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ, সংরক্ষণ ও নিবন্ধন;

১৯.৩ লিভারিজ প্রদান;

১৯.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত কাজ (সার্বক্ষণিক, সরকারি ও ব্যক্তিগত);

১৯.৫ মন্ত্রিসভা-কক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ, সজ্জিতকরণ, তৈজসপত্র সরবরাহ;

১৯.৬ গ্রহণ ও প্রেরণ ইউনিটের ব্যবস্থাপনা;

১৯.৭ সেমিনার, সম্মেলন ও উৎসব আয়োজনের আপ্যায়ন সংক্রান্ত কাজ;

১৯.৮ দপ্তরবিহীন মন্ত্রীর দপ্তরের ব্যবস্থাকরণ ও লজিস্টিক সরবরাহ সংক্রান্ত কাজের সমন্বয়;

১৯.৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের টেলিফোন, সেলফোন, ইন্টারকম, কম্পিউটার, ট্যাবলেট পিসি, ইন্টারনেট ও ফ্যাক্স এবং কর্মকর্তাগণের আবাসিক টেলিফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন ও বিল পরিশোধ;

১৯.১০ প্রটোকল সংক্রান্ত কাজ;

১৯.১১ গ্রন্থাগার-ব্যবস্থাপনা;

১৯.১২ বই, সংবাদপত্র, সাময়িকী ইত্যাদি সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার সংরক্ষণ;

১৯.১৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের সমন্বয়;

১৯.১৪ মুদ্রণ ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কাজ; এবং

১৯.১৫ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

২০। গোপনীয় ও তোশাখানা শাখা

২০.১ Toshakhana (Maintenance and Administration) Rules, 1974 সংশোধন;

২০.২ রাষ্ট্রীয় তোশাখানায় জমাকৃত বিভিন্ন উপহার-সামগ্রী সংরক্ষণ, মূল্যায়ন, শ্রেণি বিন্যাসকরণ, নিলামে বিক্রয় ও হিসাব সংরক্ষণ;

২০.৩ উপহার প্রাপকগণ কর্তৃক উপহার-সামগ্রী সংরক্ষণের প্রস্তাব নিষ্পত্তিকরণ;

২০.৪ তোশাখানা মূল্যায়ন কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

২০.৫ তোশাখানার সার্বিক ব্যবস্থাপনা; এবং

২০.৬ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

২১। সাধারণ শাখা

২১.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয়সভা সংক্রান্ত কাজ;

২১.২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের আবেদন কিংবা তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সংক্রান্ত কাজ;

২১.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিধি/নীতিমালা/গুরুত্বপূর্ণ প্রজ্ঞাপন/সার্কুলারসমূহের সংকলন প্রকাশনা;

২১.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণকে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণে মনোনয়ন প্রদান;

২১.৫ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সভা/কর্মশালা/সেমিনার এবং

গঠিত/প্রস্তাবিত টাস্কফোর্স, কমিটি বা বোর্ডসমূহে এ বিভাগের প্রতিনিধি মনোনয়ন;

২১.৬ মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারী মনোনয়ন;

২১.৭ বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) নির্বাচন;

২১.৮ 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুযায়ী এ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার এতদ্‌বিষয়ক দায়িত্ব পালন;

২১.৯ জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন/পালন সংক্রান্ত কাজ;

২১.১০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণের জন্য দর্শনার্থী পাশবই সরবরাহ;

২১.১১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অবণ্টিত কাজ; এবং

২১.১২ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

২২। কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অভিযোগ শাখা

২২.১ বাংলাদেশ সচিবালয়ে অবস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পত্রাদি কেন্দ্রীয়ভাবে গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে হস্তান্তর;

২২.২ মন্ত্রী/সচিব বরাবর দাখিলকৃত অভিযোগ গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁদের দপ্তরে প্রেরণ;

২২.৩ অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

২২.৪ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

পরিকল্পনা ও বাজেট অধিশাখা

২৩। পরিকল্পনা ও বাজেট শাখা

২৩.১ বাজেট-সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি এবং পরিকল্পনা/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

২৩.২ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

২৩.৩ রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও ব্যয়সীমা নির্ধারণ;

২৩.৪ রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত;

২৩.৫ সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন;

২৩.৬ রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব প্রণয়ন/ পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন;

২৩.৭ আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা (advance procurement plan) ও বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;

২৩.৮ রাজস্ব আহরণ ও অর্থছাড় এবং বাজেটে বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;

২৩.৯ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ/ অধিশাখার সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং এ বিভাগের সকল কার্যক্রম/ প্রকল্প/ কর্মসূচির আর্থিক ও অ-আর্থিক বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা;

২৩.১০ প্রধান কর্মকৃতি ও ফলাফল নির্দেশক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন এবং বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

২৩.১১ বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও অর্থ বিভাগে প্রেরণ;

২৩.১২ পুনঃউপযোজন এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে প্রদত্ত অন্যান্য আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

২৩.১৩ অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ;

২৩.১৪ অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ;

২৩.১৫ বিভাগীয় হিসাবের (departmental accounts) সঙ্গে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাবের সঙ্গতিসাধন;

২৩.১৬ বার্ষিক উপযোজন হিসাব নিরীক্ষা ও প্রত্যয়ন;

২৩.১৭ সরকারি হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসহ অন্যান্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির জন্য বাজেট ও আর্থিক বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;

২৩.১৮ নিরীক্ষা-প্রতিবেদন পর্যালোচনা, নিরীক্ষা-আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সমন্বয়সাধন;

২৩.১৯ বাজেট-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সঙ্গে সমন্বয়সাধন;

২৩.২০ বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

২৩.২১ বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং প্রধান কর্মকৃতি ও ফলাফল নির্দেশক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Management Information System (MIS) স্থাপন এবং এর ব্যবস্থাপনা;

২৩.২২ বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সকল বিষয়ে সমন্বয়সাধন; এবং

২৩.২৩ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

২৪। হিসাব শাখা

২৪.১ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের মাসিক বেতন, বকেয়া বেতন, যাবতীয় ভাতা ও বিভিন্ন অগ্রিম সংক্রান্ত বিল তৈরি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ;

২৪.২ আনুষঙ্গিক ব্যয় সংক্রান্ত বিল প্রস্তুতপূর্বক প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ;

২৪.৩ যাবতীয় বিলের টাকা উত্তোলন, বিতরণ এবং এ-সংক্রান্ত সকল ব্যয়ের হিসাব ও রেকর্ড সংরক্ষণ;

২৪.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাসিক ব্যয়ের হিসাব-বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাবের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন (reconciliation);

২৪.৫ ক্যাশবই লিখন এবং ক্যাশ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রমাণপত্র ও রেজিস্টার সংরক্ষণ;

২৪.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এবং অবলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্বপালনসহ যাবতীয় প্রশাসনিক কার্য সম্পাদন;

২৪.৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও অবলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর জন্য প্রস্তুতকৃত বাজেট পরীক্ষণ;

২৪.৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট ও ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি;

২৪.৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন বিল পরিশোধ;

২৪.১০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিবিধ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি;

২৪.১১ কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের বেতন নির্ধারণ (fixation);

২৪.১২ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কোডের বিপরীতে খরচের হিসাব বাজেট বইতে লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ;

২৪.১৩ অবলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের পেনশনসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের পেনশন-বিষয়ক কাজে সহায়তা প্রদান;

২৪.১৪ বিভিন্ন প্রকার রেজিস্টার সংরক্ষণ (বিবিধ পার্টি পেমেন্ট রেজিস্টার, যাবতীয় প্রাপ্তি ও পরিশোধ রেজিস্টার); এবং

২৪.১৫ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

বিধি ও সেবা অধিশাখা

২৫। বিধি শাখা

২৫.১ নিম্নোল্লিখিত আইন/বিধি/নির্দেশাবলি প্রণয়ন, সংশোধন, ব্যাখ্যা প্রদান, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ:

1. Acts:
   (i) The President's (Remuneration and Privileges) Act, 1975;
   (ii) The Prime Minister's (Remuneration and Privileges) Act, 1975;
   (iii) The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973;
   (iv) রাষ্ট্রপতির অবসর ভাতা, আনুতোষিক ও অন্যান্য সুবিধা আইন, ২০১৬;
   (v) The Bangladesh National Anthem, Flag and Emblem Order, 1972 (P.O. No. 130 of 1972).
2. Rules:
   (i) People's Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972;
   (ii) The National Anthem Rules, 1978;
   (iii) Bangladesh National Emblem Rules, 1972;
   (iv) Rules of Business, 1996.
3. Instructions:
   (i) Instructions regarding Personal Standard of the President;
   (ii) Instructions regarding Personal Standard of the Prime Minister;
   (iii) Instructions regarding Protocol of the President, Prime Minister, Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers;
   (iv) Official Dress Code/National Dress.
4. Warrant of Precedence, 1986; এবং

২৫.২ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

২৬। সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার শাখা

২৬.১ মহামান্য রাষ্ট্রপতির শপথ ও কার্যভার গ্রহণ সংক্রান্ত কাজ;

২৬.২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের নিয়োগ, শপথ, দপ্তর বণ্টন/পুনর্বণ্টন, প্ররক্ষা, যানবাহন ও বাসস্থান এবং নিয়োগ-অবসান সংক্রান্ত কাজ;

২৬.৩ মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর পদমর্যাদা প্রদান;

২৬.৪ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশে গমন ও দেশে প্রত্যাবর্তনকালে বিমানবন্দরে আমন্ত্রিত অতিথিগণের তালিকা প্রণয়ন, আমন্ত্রণপত্র বিতরণ ও রাষ্ট্রাচার পালন;

২৬.৫ মন্ত্রিসভার সদস্যগণের মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সংসদ সম্পর্কীয় কার্যবণ্টন এবং সংসদ চলাকালীন কোন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে অন্য কোন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সংসদ সম্পর্কীয় দায়িত্ব অর্পণ;

২৬.৬ প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ সংক্রান্ত কাজ;

২৬.৭ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারগণের নিয়োগ, পদত্যাগ ও অপসারণ সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক দায়িত্বপালনে সহায়তা প্রদান;

২৬.৮ মন্ত্রিপরিষদ/মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন/ধন্যবাদ ও শোকপ্রস্তাবসমূহের প্রজ্ঞাপন জারি;

২৬.৯ সভা/বৈঠকের জন্য মন্ত্রিসভা-কক্ষ বরাদ্দ; এবং

২৬.১০ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

২৭। মন্ত্রিসেবা শাখা

২৭.১ পারিতোষিক ও প্রাধিকার আইন অনুযায়ী মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের বেতন, বাড়িভাড়া ভাতা, ব্যয় নিয়ামক ভাতা, নির্বাচনী এলাকা ভাতা ও নির্বাচনী এলাকার অফিস পরিচালনা ভাতা, ভ্রমণব্যয়, চিকিৎসাব্যয়, পৌরকর, ওয়াসা, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি, পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট, আবাসিক ভবন রক্ষণাবেক্ষণ, প্রহরী-কক্ষ নির্মাণ, আসবাবপত্র সরবরাহ, স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি ইত্যাদি খাতের জন্য বাজেট প্রণয়ন;

২৭.২ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের ভ্রমণব্যয় খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বিভাজন ও চাহিদা অনুযায়ী অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান;

২৭.৩ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের চিকিৎসা-বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সংশ্লিষ্ট বাজেট থেকে মঞ্জুরি প্রদান;

২৭.৪ স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি সংক্রান্ত কাজ;

২৭.৫ মন্ত্রিসভা-বৈঠক, প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) ও অন্যান্য মন্ত্রিসভা কমিটির বিভিন্ন সভার আপ্যায়ন সংক্রান্ত বাজেট প্রণয়ন ও ব্যয় নির্বাহ;

২৭.৬ পারিতোষিক ও প্রাধিকার আইন অনুযায়ী মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের সরকারি বাসস্থানে আসবাবপত্র ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ, বেসরকারি বাসস্থান রক্ষণাবেক্ষণ ও বেসরকারি বাসস্থানে অস্থায়ী প্রহরী-কক্ষ নির্মাণের বাজেট-বরাদ্দ প্রদান;

২৭.৭ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংকলন;

২৭.৮ দপ্তরবিহীন মন্ত্রিগণের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ এবং তাঁদের বেতন ও আনুষঙ্গিক ভাতাদির বাজেট প্রস্তুতকরণ;

২৭.৯ বিমানবন্দরের ভিভিআইপি ও ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার সংক্রান্ত কাজ;

২৭.১০ পারিতোষিক ও প্রাধিকার আইন অনুযায়ী অর্থ-বছর শেষে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয়িত ও অব্যয়িত হিসাবের প্রতিবেদন প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট থেকে সংগ্রহ ও পর্যালোচনা; এবং

২৭.১১ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

আইন অধিশাখা

২৮। আইন-১ শাখা

২৮.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে সম্পৃক্ত করে দায়েরকৃত মামলা ও রিট পিটিশন বিষয়ে সরকারি কৌঁসুলির সঙ্গে যোগাযোগক্রমে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

২৮.২ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলাসমূহের জবাব তৈরি এবং সরকারি কৌঁসুলির সঙ্গে যোগাযোগক্রমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

২৮.৩ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

২৯। আইন-২ শাখা

২৯.১ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খসড়া আইন/বিধি/নীতির ওপর মতামত প্রদান;

২৯.২ কাউন্সিল অফিসারের কাজ; এবং

২৯.৩ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

জেলা ও মাঠপ্রশাসন অনুবিভাগ

জেলা ও মাঠপ্রশাসন অধিশাখা

৩০। মাঠপ্রশাসন সংস্থাপন শাখা

৩০.১ জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ফিটলিস্ট প্রস্তুতকরণ এবং এতৎসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন;

৩০.২ বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৩০.৩ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণে যোগদানের অনুমতি প্রদান;

৩০.৪ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের ছুটি মঞ্জুর ও কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতি প্রদান;

৩০.৫ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের ভ্রমণ বিবরণী পরীক্ষা ও অনুবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ;

৩০.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক জেলা ও উপজেলার অফিসসমূহ পরিদর্শন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩০.৭ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের কর্মকর্তা এবং বিদেশি সংস্থার কর্মকর্তাগণের বিভিন্ন জেলা সফরকালে তাঁদেরকে উপযুক্ত সৌজন্য প্রদর্শন, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ও নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে নির্দেশনা

প্রদান;

৩০.৮ জেলা প্রশাসকগণের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে দেশের সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্ট্যাম্প ভেন্ডরস রেজিস্টার সরবরাহ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

৩০.৯ নির্বাচন কমিশন এর অনুরোধে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারিকরণ ও আনুষঙ্গিক কাজ;

৩০.১০ জমির হস্তান্তর দলিলের স্ট্যাম্প শুল্ক ফাঁকি দেওয়া সংক্রান্ত মামলাসমূহ পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ; এবং

৩০.১১ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

৩১। মাঠপ্রশাসন সমন্বয় শাখা

৩১.১ মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে মাসিক সভা অনুষ্ঠান;

৩১.২ জাতীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারগণের সভা/সম্মেলন অনুষ্ঠান;

৩১.৩ জেলা প্রশাসক সম্মেলন সংক্রান্ত কাজ;

৩১.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয়;

৩১.৫ আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত সরকারের অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি সংক্রান্ত কাজ;

৩১.৬ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অন-দি-জব ট্রেনিং, ইন-হাউজ ট্রেনিং, সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন বা পরিচালনা;

৩১.৭ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক কর্তৃক ডিজিটাল সেন্টার, উন্নয়ন প্রকল্প ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন প্রতিবেদনের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ;

৩১.৮ মাঠপ্রশাসনের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং সংক্রান্ত কাজ;

৩১.৯ বিভাগীয় ও জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা সংক্রান্ত কাজ;

৩১.১০ সার্কিট হাউজ ব্যবহার/ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ;

৩১.১১ জেলা ও মাঠপ্রশাসন অনুবিভাগের সমন্বয়মূলক কাজ; এবং

৩১.১২ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

৩২। মাঠপ্রশাসন শৃঙ্খলা শাখা

৩২.১ মাঠপর্যায়ে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তপূর্বক নিষ্পত্তিকরণ;

৩২.২ মাঠপর্যায়ে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুর জন্য সম্মতি প্রদান;

৩২.৩ সচিবালয় ব্যতীত অধিদপ্তর/সংস্থার সংগঠন, কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশাসন, পরিদর্শন, ভ্রমণ এবং এতৎসংক্রান্ত বিবিধ আদেশ, প্রজ্ঞাপন, যোগাযোগপত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ ও তার ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩২.৪ মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহে মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কাজের পরিবেশ উন্নয়ন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৩২.৫ বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য কর্মকর্তার ভূমিব্যবস্থাপনা (উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস, রাজস্ব শাখা, এল.এ শাখা, সার্টিফিকেট শাখা ইত্যাদি)

সংক্রান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের ওপর পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও অন্যান্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

৩২.৬ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

৩৩। মাঠপ্রশাসন সংযোগ শাখা

৩৩.১ বিভাগীয় কমিশনারগণের নিকট থেকে Information Exchange Management System (IEMS)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংগ্রহ, সংকলন ও সারসংক্ষেপ আকারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে উপস্থাপন এবং সারসংক্ষেপে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত অনুশাসন বাস্তবায়ন;

৩৩.২ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ-সম্পৃক্ত প্রস্তাব/সুপারিশের ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩৩.৩ সরকারের অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রেরিত অনুরোধ, নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র ইত্যাদি বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের নিকট প্রেরণ;

৩৩.৪ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস এবং অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচি উদ্‌যাপনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন/বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;

৩৩.৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের করণীয় বিষয়াদি;

৩৩.৬ দেশের অভ্যন্তরে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর সংক্রান্ত কাজ;

৩৩.৭ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণকে বিভিন্ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্তকরণের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি প্রদান;

৩৩.৮ জেলা প্রশাসকগণের কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজ;

৩৩.৯ বিভাগীয় কমিশনার; পরিচালক, স্থানীর সরকার; জেলা প্রশাসক; এবং উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার-এর দায়িত্ব ও কাজ নির্ধারণ/হালনাগাদকরণ;

৩৩.১০ উত্তরা গণভবন সংক্রান্ত কাজ;

৩৩.১১ মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শন প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ;

৩৩.১২ জেলার শ্রেণি পরিবর্তন সংক্রান্ত কাজ;

৩৩.১৩ বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্ত-হাট সংক্রান্ত কাজ;

৩৩.১৪ জেলা প্রশাসক-জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সীমান্ত সম্মেলন সংক্রান্ত কাজ;

৩৩.১৫ জাতীয় পরিবেশ কমিটি সংক্রান্ত কাজ;

৩৩.১৬ খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি সংক্রান্ত কাজ; এবং

৩৩.১৭ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি অধিশাখা

৩৪। জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি নীতি শাখা

৩৪.১ জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি বিষয়ক নীতিমালা, নির্দেশাবলি, পরিপত্র এবং সাধারণ যোগাযোগ সংক্রান্ত কাজ;

৩৪.২ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের ক্ষমতা অর্পণ/প্রত্যাহার সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৩৪.৩ জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন প্রণয়ন এবং সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৩৪.৪ পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজ;

৩৪.৫ দুর্নীতি দমন কমিশনসংশ্লিষ্ট কাজ; এবং

৩৪.৬ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

৩৫। জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ শাখা

৩৫.১ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের নিবারণমূলক (preventive) বিচারকার্য পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;

৩৫.২ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আদালত পরিদর্শন ও মোবাইল কোর্টের কেস রেকর্ড পর্যালোচনা;

৩৫.৩ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের কোর্টসমূহের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;

৩৫.৪ জেলার মাসিক আইন-শৃঙ্খলা সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও অনুবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ;

৩৫.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য বিশেষ ক্ষমতা আইন, শুল্ক আইন ও অন্যান্য মাইনর এ্যাক্টের আওতাধীন বিষয়;

৩৫.৬ মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত কাজ পর্যালোচনা;

৩৫.৭ মোবাইল কোর্ট আইনের আওতাধীন আপিল মামলা পর্যালোচনা;

৩৫.৮ আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সাংগঠনিক কাজ;

৩৫.৯ মহানগর, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন আইন-শৃঙ্খলা কমিটি সংক্রান্ত কাজ;

৩৫.১০ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটি সংক্রান্ত কাজ;

৩৫.১১ আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির কাজ;

৩৫.১২ আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির কাজ;

৩৫.১৩ মাঠপর্যায়ে সংঘটিত গুরুতর অপরাধের ওপর গৃহীত ব্যবস্থা এবং তৎশ্লিষ্ট মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে মাঠপ্রশাসনের নিকট থেকে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ;

৩৫.১৪ চাঞ্চল্যকর মামলার অগ্রগতির জন্য গঠিত জেলা কমিটির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা;

৩৫.১৫ আইন-শৃঙ্খলা ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাধারণ ও গোপনীয় প্রতিবেদনসমূহ সংরক্ষণ এবং এতৎসংক্রান্ত কাজ;

৩৫.১৬ দুর্ঘটনায় হতাহতদের নির্ভুল ও সমন্বিত তথ্য সংগ্রহ;

৩৫.১৭ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক থানা ও কারাগার পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;

৩৫.১৮ কারান্তরীণ শিশু-কিশোরদের অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় টাস্কফোর্সের সভা সংক্রান্ত;

৩৫.১৯ কারান্তরীণ শিশু-কিশোরদের মাসিক পরিসংখ্যান পর্যালোচনাপূর্বক তাদের মুক্তিদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান; এবং

৩৫.২০ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

কমিটি ও অর্থনৈতিক অনুবিভাগ

কমিটি ও অর্থনৈতিক অধিশাখা

৩৬। কমিটি বিষয়ক শাখা

৩৬.১ কমিটি বিষয়ক কাজ (কমিটি গঠন/সংশোধন ইত্যাদি);
৩৬.২ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
৩৬.৩ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
৩৬.৪ কমিটি ও অর্থনৈতিক অধিশাখার অধীন শাখাসমূহের মধ্যে সমন্বয়মূলক কাজ; এবং
৩৬.৫ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

৩৭। ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখা

৩৭.১ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
৩৭.২ অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান; এবং
৩৭.৩ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

৫.০ ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ

৫.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠক

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৬-১৭) মোট ৩৭টি মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত সারসংক্ষেপসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মোট ২৬৬টি সারসংক্ষেপ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য প্রাপ্ত সারসংক্ষেপসমূহের সংখ্যাগত পর্যাপ্ততা, প্রয়োজনানুগ সম্পূর্ণতা এবং কাঠামোগত শুদ্ধতা যাচাইকরত সঠিকভাবে সারসংক্ষেপ প্রেরণের পরামর্শ প্রদানপূর্বক ১০টি সারসংক্ষেপ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে ফেরৎ প্রেরণ করা হয়েছে।

৫.১.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে মোট ৩৪৭টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এর মধ্যে ২৪৬টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় এবং ১০১টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন আছে। গত তিন অর্থ-বছরে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠক, গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি চিত্র নিম্নে দেওয়া হল:

অর্থ-বছর / বিষয়সমূহ	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	মন্তব্য
মন্ত্রিসভা-বৈঠক	৪৬টি	৪৬টি	৩৭টি	৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়িত
গৃহীত সিদ্ধান্ত	২৮২টি	৩৪৮টি	৩৪৭টি	
বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত (বাস্তবায়নের হার)	২০৪টি (৭২.৩৪%)	২৬৭টি (৭৬.৭২%)	২৪৬টি (৭০.৮৯%)	

৫.২ মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বৈঠক

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার): প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে নিকার কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ০৯ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত নিকার-এর ১১৩তম সভায় কুমিল্লা জেলায় 'লালমাই" নামে নতুন উপজেলা গঠন; পিরোজপুর জেলার 'জিয়ানগর' উপজেলার নাম পরিবর্তন করে 'ইন্দুরকানী' নামকরণ এবং চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলাধীন দোহাজারী পৌরসভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

৫.২.২ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি: প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৩১টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকসমূহে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২৮৬টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ২৫৯টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

৫.২.৩ অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি: প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ২৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকসমূহে ৮২টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ৭৫টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

৫.২.৪ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি: 'স্বাধীনতা পুরস্কার', 'একুশে পদক', 'বেগম রোকেয়া পদক' এবং 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার' প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির চারটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সব সভার সুপারিশের আলোকে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয়:

(ক) ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ২৪ মার্চ ২০১৭ তারিখে ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার, ২০১৭' প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত সুধীবৃন্দ হচ্ছেন - স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ ক্ষেত্রে গ্রুপ ক্যাপটেন (অব:) শামসুল আলম, বীর উত্তম, পিএসসি, জনাব আশরাফুল আলম, শহীদ মোঃ নজমুল হক পি.এস.পি, পি.পি.এম, মরহুম সৈয়দ মহসিন আলী, শহীদ এন. এম. নাজমুল আহসান, শহীদ ফয়জুর রহমান আহমেদ ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনী; চিকিৎসাবিদ্যা ক্ষত্রে অধ্যাপক ডা: এ. এইচ. এম. তৌহিদুল আনোয়ার চৌধুরী; সাহিত্য ক্ষেত্রে বেগম রাবেয়া খাতুন, মরহুম গোলাম সামদানী কোরায়শী; সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রফেসর ডক্টর এনামুল হক ও ওস্তাদ বজলুর রহমান বাদল; সমাজসেবা ক্ষেত্রে জনাব খলিল কাজী ওবিই; গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে জনাব শামসুজ্জামান খান ও অধ্যাপক ড. ললিত মোহন নাথ (প্রয়াত) এবং জনপ্রশাসন ক্ষেত্রে প্রফেসর মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

(খ) ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে আটটি ক্ষেত্রে ১৭ জন সুধীকে 'একুশে পদক, ২০১৭' প্রদান করা হয়। সুধীগণ হচ্ছেন ভাষা আন্দোলনে ভাষা সৈনিক অধ্যাপক ড. শরিফা খাতুন; শিল্পকলা (সংগীত) ক্ষেত্রে সুষমা দাস, জনাব জুলহাস উদ্দিন আহমেদ ও ওস্তাদ আজিজুল ইসলাম; শিল্পকলা (চলচ্চিত্র) ক্ষেত্রে জনাব তানভীর মোকাম্মেল; শিল্পকলা (ভাস্কর্য) ক্ষেত্রে সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ; শিল্পকলা (নাটক) ক্ষেত্রে সারা যাকের; সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে জনাব আবুল মোমেন; গবেষণা ক্ষেত্রে সৈয়দ আকরম হোসেন; শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রফেসর ইমেরিটাস ড. আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুউদ্দীন; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী; সমাজসেবা ক্ষেত্রে অধ্যাপক ডা. মাহমুদ হাসান; ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে মরহুম কবি ওমর আলী ও সুকুমার বড়ুয়া; সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে জনাব স্বদেশ রায়; শিল্পকলা (নৃত্য) ক্ষেত্রে বেগম শামীম আরা নীপা এবং শিল্পকলা (সংগীত) ক্ষেত্রে জনাব রহমতউল্লাহ আল মাহমুদ সেলিম।

(গ) ২৯ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ০৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে দুই জন বিশিষ্ট নারী ব্যক্তিত্ব আরমা দত্ত ও বেগম নুরজাহান কে

'বেগম রোকেয়া পদক, ২০১৬' প্রদান করা হয়। ভবিষ্যতে প্রতিবছর সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) জন বিশিষ্ট নারীকে 'বেগম রোকেয়া পদক' প্রদানের নিমিত্ত এ পদক প্রদানের নীতিমালা সংশোধনের সুপারিশ করা হয়।

(ঘ) ৩০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ২৫টি ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৩১ জন বিশিষ্ট শিল্পী, কলাকুশলি ও চলচ্চিত্রকে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৫' প্রদান করা হয়।

৫.২.৫ মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের গত তিন অথ-বছরের বৈঠক: সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এবং প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের বদলি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির গত তিন অথ-বছরের বৈঠক অনুষ্ঠান সম্পর্কিত পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হল:

অর্থ-বছর / কমিটিসমূহ	২০১৪-১৫ বৈঠক সংখ্যা	২০১৫-১৬ বৈঠক সংখ্যা	২০১৬-১৭ বৈঠক সংখ্যা
১। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	৩২টি	৩৩টি	৩১টি
২। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	১৩টি	২৪টি	২৬টি
৩। জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	০৫টি	০৫টি	০৪টি
৪। আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	০৫টি	০৬টি	০৪টি

৫.৩ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও কার্যক্রম

(ক) নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি:

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ২০ নভেম্বর ২০১৬ এবং ১৩ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানাধীন লক্ষীকুন্ডা পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপন এবং এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৭টি পদ সৃজন; রাজশাহী জেলার বাগমারা থানাধীন তাহেরপুর পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপন এবং এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৭টি পদ সৃজন; নরসিংদী জেলার মনোহরদী থানাধীন রামপুর পুলিশ ফাঁড়িকে তদন্তকেন্দ্রে উন্নীতকরণ; দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানাধীন মোস্তফাপুর ইউনিয়নের আমবাড়ীতে একটি এবং হাবড়া ইউনিয়নের ভবানীপুরে একটি করে মোট দুটি পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপন এবং এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩৪টি পদ সৃজন; নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ থানার ৬ নং সুয়াইর এবং ৭ নং গাগলাজুর ইউনিয়নের সমন্বয়ে আদর্শ নগর বাজারে 'আদর্শ নগর' পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপন এবং এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৭টি পদ সৃজন করা হয়।

(খ) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির মোট ১৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে মোট ২৩৮টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(গ) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটির চারটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সর্বমোট পাঁচটি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং পাঁচটি প্রস্তাবই সুপারিশ করা হয়।

(ঘ) সচিব সভা

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে মোট তিনটি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্পর্কিত ৫৩টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(চ) আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির ৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে সৃষ্ট চারটি বিরোধীয় বিষয় নিষ্পত্তি করা হয়।

(ছ) বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে মাসিক সমন্বয় সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে ১১টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় বিভাগীয় কমিশনারগণকে দিক্-নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২৮১টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(জ) জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স-এর সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির মোট দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ জুলাই ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির ১৮০তম সভায় জেলা প্রশাসক, ঝিনাইদহ-এর নতুন বাসভবন নির্মাণের স্থানিক নকশা অনুমোদন; প্রতিটি জেলা ট্রেজারির জন্য প্রশস্ত কক্ষ নির্মাণের (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগের জেলাসমূহ) প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন এবং বাগেরহাট জেলার মংলা বন্দর এলাকায় রেষ্ট হাউজ নির্মাণের বিষয়ে অনাপত্তি জ্ঞাপন করা হয়। ২৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পিরোজপুর জেলায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকদের বাসভবন নির্মাণের সংশোধিত স্থাপত্য নকশা অনুমোদন; মাঠপ্রশাসনে কর্মরত পুরুষ ও মহিলা কর্মকর্তাদের জন্য ডরমিটরি নির্মাণে কক্ষের স্থাপত্য নকশা অনুমোদন; বাগেরহাট কালেক্টরেটে বহুতল ভবন নির্মাণের প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন; ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজ উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন; জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি-এর বাসভবন সংলগ্ন স্থানে একটি আধাপাকা(টিনসেড) গ্যারেজ নির্মাণের প্রস্তাব অনুমোদন; বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ ১ম পর্যায় (২য় সংশোধনী) প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলার সিজেএম আদালত ভবনসমূহের স্থানিক/স্থাপত্য নকশা অনুমোদন; বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ ১ম পর্যায় (২য় সংশোধনী) প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য রাঙ্গামাটি এবং ভোলা জেলার সিজেএম আদালত ভবনসমূহের স্থানিক নকশা অনুমোদন করা হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৮২তম সভায় রংপুর বিভাগীয় কমিশনারের অফিস কমপ্লেক্সে বিভাগীয় কমিশনারের বাংলো ও অন্যান্য বাসভবন নির্মাণের স্থানিক নকশা (সাইট প্ল্যান) অনুমোদন; কমিশনার, খুলনা বিভাগ-এর নতুন কার্যালয় নির্মাণের সংশোধিত স্থাপত্য নকশা অনুমোদন; 'মানিকগঞ্জ সরকারি অফিসসমূহের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ'-শীর্ষক প্রকল্পের স্থানিক নকশা অনুমোদন; বিভাগীয় সদরে

অত্যাধুনিক সার্কিট হাউজ নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাপ্ত প্রস্তাবিত স্থান/ভূমির স্থানিক নকশা অনুমোদন; সকল জেলায় সার্কিট হাউজের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ সংক্রান্ত প্রকল্প (৩১টি জেলার সার্কিট হাউজের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের প্রস্তাব) অনুমোদন; কুমিল্লা জেলা প্রশাসক কার্যালয় সংলগ্ন গ্যারেজ নির্মাণের প্রস্তাব অনুমোদন।

(ঝ) জেলা প্রশাসক সম্মেলন

মাঠপর্যায়ে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ২৬-২৯ জুলাই ২০১৬ মেয়াদে 'জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০০৬' অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ও মাঠপর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানকল্পে এ সম্মেলনে জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক্-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ সম্পর্কিত মোট ৪৭৭টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মধ্যে ১২৯টি স্বল্পমেয়াদি, ১৪৮টি মধ্যমেয়াদি এবং ২০০টি দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্ত। স্বল্পমেয়াদি ১২৯টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১২১টি, মধ্যমেয়াদি ১৪৮টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১৩৮টি এবং দীর্ঘমেয়াদি ২০০টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১৮৯টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত/নিষ্পত্তি হয়। সর্বমোট ৪৪৭টি (৯৩.৯২ শতাংশ) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়। উল্লেখ্য, ২০১৫ সনে অনুষ্ঠিত জেলা প্রশাসক সম্মেলনে মোট ৪৭৮টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন/নিষ্পত্তির হার ছিল ৯৩.০৫%। জেলা প্রশাসক সম্মেলনে গৃহীত স্বল্পমেয়াদি সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অন্যতম কেপিআই।

(ঞ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৬১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং চিহ্নত সংস্থায় নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ৬১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে ০১ জুলাই ২০১৬ হতে ৩০ জুন ২০১৭ সময়ের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে প্রণীত পরিবীক্ষণ-কাঠামোর আলোকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে তা পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত এনজিও, মিডিয়া এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে পৃথক পৃথক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া মাঠপর্যায়ে বিভাগ ও জেলায় বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার ও সুশীলসমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, সেবাপ্রত্যাশী জনগণ জেলা দুর্নীতি বিরোধী কমিটির সদস্য, শিক্ষক প্রভৃতি ক্যাটেগরির প্রতিনিধিগণের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী ১২টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। প্রতি তিন মাস পর পর শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্টদের নিয়ে শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'-এর ১০ ধারা মোতাবেক প্রত্যেক সরকারি অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করা হয়েছে। সরকারের সর্বস্তরে শুদ্ধাচারকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে সকল সরকারি দপ্তরের জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। অধিকন্তু, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদির উপর ৬টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

(ট) সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থার এবং বিভাগীয়/আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য ৩টি পৃথক নীতিমালা জারি করা হয়েছে এবং তদানুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সিনিয়র সচিব/সচিবের সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়িত হয়েছে। তাছাড়া মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের পাশাপাশি তাদের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়িত হয়েছে; মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিসমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে এবং স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের

ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে; মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে বিধৃত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক সমন্বিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে; বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় পরিবর্তিত ফরম্যাটে সিটিজেন্স চার্টার প্রণয়ন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং তথ্য অধিকার আইনের আওতায় স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন ও তদানুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের এপিএএমএস সফ্টওয়্যার ব্যবহারকারী কর্মকর্তাদের-কে এ সংক্রান্ত সফ্টওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ, বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সহ মাঠপর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তা এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাদের সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(ঠ) ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন

০৩ আগস্ট ২০১৬ তারিখে 'সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৬' জারি করা হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে ভূমিব্যবস্থাপনার ডিজিটাইজেশন, ভূমিসেবায় গতিশীলতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সর্বোপরি সেবাপ্রত্যাশীগণ কম সময়, কম খরচ এবং হয়রানিমুক্তভাবে একটি মাত্র সেবাক্ষেত্র (www.land.gov.bd) হতে যাতে ভূমিসেবা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য ৩০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। ০৭ জুন ২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং সরকারি কার্যক্রম ও সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবনী প্রয়াস উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে 'ই-গভর্নেন্স আইন ২০১৭' এর খসড়া প্রণয়ন করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধিগণকে নিয়ে একটি কমিটি গঠনের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

(ড) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা

জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (Grievance Redress System-GRS) পদ্ধতি চালু আছে। সরকারের দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ ও সেবার মান উন্নয়নে এ পদ্ধতি বিশেষ কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাকে জনগণের জন্য আরও বেশি অংশগ্রহণমূলক এবং সহজ করার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক অনলাইন ভিত্তিক অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা চালু করা হয়। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়নে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণের সুবিধার্থে 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়। চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অনলাইন ভিত্তিক অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত সফ্টওয়্যারের ২য় ভার্সন প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নাগরিক সেবাকার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়ন, সেবা কার্যক্রমে জনগণের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি এবং সরকারি দপ্তরে কর্মকর্তা কর্মচারিদের জবাবদিহির মাধ্যমে নাগরিকদের সন্তুষ্টি অর্জনে এ নতুন পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

(ঢ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে সুশাসন সুসংহত করার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিবর্তিত কাঠামোতে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং দপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক অভিন্ন ফরম্যাটে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) প্রণয়ন করা হয়। সময়ের সঙ্গে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল নাগরিক সেবাসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে প্রণীত এ সিটিজেনস্ চার্টার সরকারের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং সেবা প্রদানের মানসিকতা নাগরিক সাধারণের নিকট সহজে দৃশ্যমান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

(ন) ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তদধীণ অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহকে নিয়ে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বাৎসরিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক মোট ২১টি পর্যালোচনা সভা করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ২০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে মাঠপর্যায়ের দপ্তরসমূহের উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রম নিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে (জাতীয় চিত্রশালা প্লাজা) দিনব্যাপী ইনোভেশন শোকেসিং-২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইনোভেশন টিমের সদস্য ও উদ্ভাবকগণের উদ্ভাবন চর্চা বেগবান করার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রণোদনা (সার্টিফিকেট/ক্রেস্ট/থ্যাংকস লেটার) প্রদানের ব্যবস্থা রাখাসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন বিদেশ প্রশিক্ষণ/ট্যুর-এর ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/জেলা/উপজেলা পর্যায়ের ইনোভেশন টিমের সদস্য এবং উদ্ভাবকগণকে অগ্রাধিকার দিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের স্বাক্ষরে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব বরাবরে ৩০ মে ২০১৭ তারিখে একটি ডি.ও.লেটার প্রেরণ করা হয়।

(প) সিভিল রেজিস্ট্রেশন এন্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) কার্যক্রম:

এ বিভাগে স্থাপিত সিআরভিএস সচিবালয়ের মাধ্যমে এবং অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যাল ও ভাইটাল স্ট্রেটেজিস এর কারিগরি সহায়তায় 'Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh'-শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, স্থানীয় সরকার বিভাগ এর সঙ্গে সমন্বয় করে গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলাতে 'কালীগঞ্জ মডেল' উদ্ভাবন এবং বাস্তবায়ন করা হচেছ। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত মৃত্যুর কারণ (cause of death) নির্ণয়ে আর্ন্তজাতিক মানের Verbal Autopsy (VA) এবং Medical Certification of Cause of Death (MCCoD) পদ্ধতির বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়।

(ফ)সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত 'কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি' (Cental Management Committee) এর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত National Social Security Strategy-NSSS বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এজন্য ইউএনডিপি-এর কারিগরি সহায়তায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ Social Security Policy Support (SSPS) Programme বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান; কুমিল্লার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির সহায়তায় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ মডিউল ও National Institute of Local Government-NILG-এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের জন্য প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি; মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়েনের নিমিত্ত 'সরকারের বিভিন্ন মেয়াদে (২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫) গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহ এবং এসবের ফলাফলের সময়ভিত্তিক তুলনামূলক পরিসংখ্যান'-শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

৬.০ ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে প্রণীত ও সংশোধিত গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধি

৬.১ আইন

(১) President's Pension Ordinance, 1979 (Ordinance No. XVIII of 1979)-এর বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি পরিমার্জনপূর্বক বাংলা ভাষায় নূতনভাবে 'রাষ্ট্রপতির অবসরভাতা, আনুতোষিক ও অন্যান্য সুবিধা আইন, ২০১৬' প্রণীত হয়। আইনটি ০৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পাস হয় এবং ১৩ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

৬.২ বিধি

(১) শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন করে উক্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ নামে দুটি বিভাগ গঠন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ৩০ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে জারি করা হয়। উক্ত দুটি বিভাগের কার্যতালিকা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

(২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকায় Bangladesh Oceanographic Research Institute (BORI) এবং Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority (BAERA)-কে অন্তর্ভুক্ত করে ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

(৩) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন করে উক্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন জননিরাপত্তা বিভাগ এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ নামে দুটি বিভাগ গঠন এবং গঠিত বিভাগ দুটির কার্যতালিকা নির্ধারণ করে ১৯ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে দুটি পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

(৪) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে পুর্নগঠন করে উক্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন 'স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ' এবং 'স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ' বিভাগ নামে দুটি বিভাগ গঠন এবং গঠিত বিভাগ দুটির কার্যতালিকা নির্ধারণ করে ১৬ মার্চ ২০১৭ তারিখে দুটি পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

(৫) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নাম পরিবর্তন করে 'আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ' (Financial Institutions Division) নামকরণ এবং উক্ত বিভাগের কার্যতালিকা সংশোধন সংক্রান্ত দুটি প্রজ্ঞাপন ২৫ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে জারি করা হয়।

(৬) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ যাত্রা এবং বিদেশ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার নির্দেশাবলি ২৭ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে জারি কর হয়।

(৭) প্রণীতব্য আইনের খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভাষাগত উৎকর্ষ সাধন, বিষয়গত যথার্থতা এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সংগতি বিধানের লক্ষ্যে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আইনের খসড়া মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের পূর্বে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ১১ মে ২০১৭ তারিখে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়।

(৮) মহামান্য রাষ্ট্রপতির বিদেশ যাত্রা এবং বিদেশ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত নির্দেশাবলি ১৬ মে ২০১৭ তারিখে জারি কর হয়।

৭.০ ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

৭.১ জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদিত এবং বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলি

(১) ১৫ আগস্ট ২০১৬ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদত বার্ষিকীতে সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় 'জাতীয় শোক দিবস, ২০১৬' পালনার্থে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, বনানী কবরস্থান ও গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়াস্থ জাতির পিতার সমাধিস্থলসহ সকল জেলা এবং উপজেলায় যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। জাতীয় পর্যায়সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় 'জাতীয় শোক দিবস, ২০১৬' পালিত হয়।

(২) স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৭ সালে ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও একটি কৃতী প্রতিষ্ঠানকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার, ২০১৭' প্রদান করা হয়।

(৩) নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে জাতিসংঘের নারী বিষয়ক সংস্থা ইউএন-উইমেন কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' এবং গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফোরাম

কর্তৃক 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' এবং 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড' অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৩ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৪) তথ্যপ্রযুক্তির জগতে বাংলাদেশের সুসংহত অবস্থান সুনিশ্চিতকরণে দূরদর্শী ও সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ গ্রহণের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদকে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে 'আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড-২০১৬'-তে ভূষিত করা হয়। চারটি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান-ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন অব গভর্নেন্স এন্ড কম্পিটিটিভনেস; দ্য প্লান ট্রিফিনিও; দ্য গ্লোবাল ফ্যাশন ফর ডেভেলপমেন্ট এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হেভেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব বিজনেস সম্মিলিতভাবে নিউ ইয়র্কে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদকে এই পুরস্কার প্রদান করে। 'আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড-২০১৬' অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র এবং প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৩ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৫) ৯ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের বিরোধী দল লেবার পার্টির নেতা জেরেমি করবিন তাঁর ছায়া-মন্ত্রিসভায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক এমপি-কে শ্যাডো মিনিস্টার ফর আর্লি ইয়ার্স এডুকেশন পদে নিযুক্ত করেন। এই অর্জনের মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক-কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৬ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৬) যুক্তরাজ্যের বিরোধী দল লেবার পার্টির নেতা জেরেমি করবিন তাঁর ছায়া-মন্ত্রিসভায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মিজ্ রূপা হক এমপি-কে শ্যাডো মিনিস্টার ফর হোম অ্যাফেয়ার্স উইথ রেসপন্সিবিলিটি ফর ক্রাইম প্রিভেনশন পদে নিযুক্ত করেন। এই অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মিজ্ রূপা হককে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৬ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশিত হয়।

(৭) বাংলাদেশের বহুল আকাঙ্ক্ষিত পদ্মা সেতু প্রকল্পে কানাডার পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এসএনসি-লাভালিন-কে ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে কাজ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে কানাডার আদালতে দায়েরকৃত মামলা ১০ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে খারিজ হয়ে যায়। আদালত উক্ত অভিযোগকে অন্তঃসারশূন্য, কল্পনাপ্রসূত এবং গালগল্পভিত্তিক হিসাবে আখ্যায়িত করে। বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতু প্রকল্পে দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উত্থাপন করে বাংলাদেশকে হেয় প্রতিপন্ন করার যে ভিত্তিহীন অপপ্রয়াস গ্রহণ করেছিল, এই রায়ের ফলে তা অমূলক পর্যবসিত হল। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান অধিকতর সুসংহত হল। পদ্মা সেতু প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন এবং বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপনপূর্বক তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে মন্ত্রিসভার ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্র ও জনগণের মর্যাদা সমুন্নত রেখে কোনরূপ বিদেশি অর্থায়ন ব্যতিরেকে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের যে সময়ানুগ উদ্যোগ দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন তা যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের ফলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়েছে এবং বাংলাদেশের মর্যাদা সমুন্নত রয়েছে।

(৮) বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার অ্যান্ড অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা প্যানেলের সদস্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্যা কন্যা মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ০১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে 'চ্যাম্পিয়ন ফর অটিজম ইন সাউথ-ইস্ট এশিয়া রিজিয়ন' মনোনীত হন। প্রতিবন্ধী ও মানসিক স্বাস্থ্য খাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। একই ধারাবাহিকতায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন-এর এই মনোনয়ন আরেকটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। এ বিরল সম্মান আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান ও ভাবমূর্তি আরও গৌরবময়, সুসংহত ও উজ্জ্বলতর করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর সুযোগ্যা কন্যা মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৩ এপ্রিল ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখের বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৯) জাতীয় সংসদের দিনাজপুর-৩ আসনের মাননীয় সংসদ-সদস্য ও হুইপ জনাব ইকবালুর রহিম তাঁর নির্বাচনী এলাকায় হিজড়া লিঙ্গের মানুষদের আবাসনের জন্য 'মানবপল্লী' গড়ে তোলা, বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণ ও অন্যান্য সামাজিক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য ওয়ার্ল্ড লিডারশিপ ফেডারেশন (ডব্লিউএলএফ) কর্তৃক সোশ্যাল ইনোভেটর ক্যাটাগরিতে 'ডব্লিউএলএফ অ্যাওয়ার্ড-২০১৭'-তে ভূষিত হয়েছেন। 'ডব্লিউএলএফ অ্যাওয়ার্ড-২০১৭' অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করায় মাননীয় সংসদ-সদস্য ও হুইপ জনাব ইকবালুর রহিমকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০২ মার্চ ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১০) ৮ জুন ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্যের মধ্যবর্তী নির্বাচনে লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড কিলবার্ন থেকে মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক, বেথনাল গ্রিন অ্যান্ড বো থেকে মিজ্ রুশনারা আলী এবং ইলিং সেন্ট্রাল অ্যান্ড অ্যাকটন থেকে মিজ্ রূপা হক বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে স্ব স্ব আসনে নিজেদের অবস্থানকে পূর্বাপেক্ষা আরও সুসংহত করলেন। এই অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুজ শেখ রেহানার কন্যা মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক-সহ মিজ্ রুশনারা আলী ও মিজ্ রূপা হককে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভা ১২ জুন ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১৪ জুন ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১১) বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর, স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের পশ্চিমাঞ্চলীয় জোন ১-এর চেয়ারম্যান এবং সাবেক সংসদ-সদস্য অ্যাডভোকেট এম আব্দুর রহিম ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। অ্যাডভোকেট এম আব্দুর রহিমের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

(১২) ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ সকালে গাজীপুর জেলার টঙ্গী বিসিক শিল্পনগরীতে ট্যাম্পাকো ফয়েলস কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ৩৯ জন নিহত এবং ৩৬ জন আহত হন। তন্মধ্যে শনাক্তকৃত ৩১টি মৃতদেহ নিকটাত্মীয়দের নিকট হস্তান্তর করা হয়। আহত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দেশবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিগণের জন্য গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ এবং তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে, তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে এবং আহত ব্যক্তিবর্গের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে মন্ত্রিসভার ৩ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

(১৩) বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। সৈয়দ শামসুল হকের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ৩ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

(১৪) থাইল্যান্ডের রাজা এবং বাংলাদেশের শুভানুধ্যায়ী মহামান্য ভুমিবল আদুলাদেজ ১৩ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। এশিয়ার প্রাজ্ঞ নেতা মহামান্য ভুমিবল আদুলাদেজ-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে এবং থাইল্যান্ড রাজপরিবারের সদস্য ও জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৬ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৫) চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম ১৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলামের পেশাদারিত্বমূলক অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ, তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের বৈঠকে অপর একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৬ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৬) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ এবং বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি ও আজীবন সদস্য ডা. আবুল কাশেম ৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। ডা. আবুল কাশেমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ৭ নভেম্বর ২০১৬ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১০ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৭) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাথলজি বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক ডা. ফারুক আনোয়ারুল আজিম ৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। ডা. ফারুক আনোয়ারুল আজিমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ৭ নভেম্বর ২০১৬ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১০ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৮) বাংলাদেশের শিশুচিকিৎসার পথিকৃৎ এবং জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ এম আর খান ৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। অধ্যাপক ডাঃ এম আর খানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ৭ নভেম্বর ২০১৬ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১০ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৯) কিউবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবিসংবাদিত নেতা, বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণার উৎস, বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু কিউবা প্রজাতন্ত্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ফিদেল আলেজান্দ্রো কাস্ত্রো রুজ ২৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। ফিদেল কাস্ত্রোর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং কিউবার সরকার ও জনগণ এবং ফিদেল কাস্ত্রোর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০৮ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২০) প্রতিবেশী ও বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভারতের জনপ্রিয় ও প্রথিতযশা রাজনীতিক জয়ারাম জয়ললিতা ০৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। জয়ললিতার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে এবং ভারতের সরকার ও জনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী জনাব মাহবুবুল হক শাকিল ০৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। জনাব মাহবুবুল হক শাকিলের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২২) দশম জাতীয় সংসদের গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনের সংসদ-সদস্য এবং বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মনজুরুল ইসলাম লিটন ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে কতিপয় দুর্বৃত্ত কর্তৃক নিহত হন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। জনাব মনজুরুল ইসলাম লিটনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ০২ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০৪ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৩) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি মোহাম্মদ বজলুর রহমান ১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। বিচারপতি মোহাম্মদ বজলুর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ০২ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ৪ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৪) সাবেক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী, সংসদ-সদস্য এবং রাষ্ট্রদূত মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ ৪ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। সাবেক মন্ত্রী মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ০৯ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৫) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সাবেক সদস্য এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মাহফুজুল বারী ২৪ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মাহফুজুল বারীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ৩০ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৬) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য; প্রবীণ, দক্ষ ও অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান; দশম জাতীয় সংসদের সদস্য এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি; সাবেক মন্ত্রী; বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের

সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৭) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী, মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃস্থানীয় সংগঠক, মুক্তিযুদ্ধকালীন অস্থায়ী সরকারের স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং জাতীয় চার নেতার অন্যতম শহীদ এ, এইচ, এম, কামারুজ্জামানের সহধর্মিণী ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী বেগম জাহানারা জামান ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। বেগম জাহানারা জামানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৮) ব্রাজিলে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও সাবেক পররাষ্ট্রসচিব জনাব মোহাম্মদ মিজারুল কায়েস ১১ মার্চ ২০১৭ তারিখে ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়ায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। জনাব মোহাম্মদ মিজারুল কায়েসের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৩ মার্চ ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১৬ মার্চ ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৯) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যামামলার প্রধান আইনজীবী অ্যাডভোকেট মো. সিরাজুল হকের কনিষ্ঠ পুত্র এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আনিসুল হকের ছোট ভাই জনাব আরিফুল হক রনি ১১ মার্চ ২০১৭ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের ডালাস শহরের সাউথ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। জনাব আরিফুল হক রনি'র অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৩ মার্চ ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১৬ মার্চ ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩০) জনপ্রিয় গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, সঙ্গীত পরিচালক ও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জনাব লাকী আখান্দ্ ২১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। জনাব লাকী আখান্দের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখের বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩১) জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব মো. ফজলুর রহমান ১৩ মে ২০১৭ তারিখে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় চট্টগ্রামে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। জনাব মো. ফজলুর রহমানের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ১৫ মে ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২১ মে ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩২) ১২ জুন ২০১৭ তারিখে চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, কক্সবাজার ও খাগড়াছড়ি জেলায় এবং ১৮ জুন ২০১৭ তারিখে মৌলভীবাজার জেলায় অতি বৃষ্টিজনিত পাহাড়ধস ও পাহাড়ি ঢলের কারণে ১৫৮ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। এ ঘটনায় জাতি গভীরভাবে শোকাহত। এ ছাড়া প্রাকৃতিক এ দুর্যোগে আহত হয়েছেন ২২৭ জন। এ মর্মান্তিক ঘটনায় নিহতদের জন্য গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করে, তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে এবং আহত ব্যক্তিগণের দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করে মন্ত্রিসভার ১৯ জুন ২০১৭

তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২১ জুন ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৩) ১৪ জুন ২০১৭ তারিখে লন্ডনের নর্থ কেনসিংটনের লাটিমার রোডস্থ গ্রেনফিল টাওয়ারে এক ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। এই ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে কয়েকজন বাংলাদেশিসহ ১৭ জন নিহত হয়। এ মর্মান্তিক অগ্নিকান্ডের ঘটনায় যুক্তরাজ্যের সরকার ও জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে, নিহতদের জন্য গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করে, তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে এবং আহত ব্যক্তিগণের দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করে মন্ত্রিসভার ১৯ জুন ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২১ জুন ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৪) বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল সফরকারী ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট টেস্ট সিরিজে ১-১ ম্যাচে ড্র করেছে। দুই টেস্ট ম্যাচের এই সিরিজের প্রথমটিতে চট্টগ্রামে ২২ রানে পরাজিত হলেও ঢাকায় অনুষ্ঠিত সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্টে ১০৮ রানের ঐতিহাসিক জয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল এই গৌরব অর্জন করে। এ সাফল্যে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল আগামীতেও কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জন করে জাতির গৌরব বৃদ্ধি করবে মর্মে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে মন্ত্রিসভার ৩১ অক্টোবর ২০১৬ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৫) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতির আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৫ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৬) সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা (মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন) ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম তাঁর বর্তমান দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে জ্বালানি উপদেষ্টা (Energy Adviser) পদে দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হতে ছয় মাসের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁর নিয়োগের শর্তাবলি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হবে। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৭ জুলাই ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৭) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে জনাব কে. এম. নূরুল হুদাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ করেছেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৮) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সোমবার জনাব মাহবুব তালুকদার, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, বেগম কবিতা খানম এবং ব্রিগে: জেনা: (অব:) শাহাদাত হোসেন চৌধুরীকে নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ করেছেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৯) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী আখতার উদ্দিন আহমেদ দীর্ঘ প্রায় ৩৩ বছর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে অবসর গ্রহণ করেন। দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য কাজী আখতার উদ্দিন আহমেদকে ধন্যবাদ জানিয়ে, সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরও তিনি দেশের সেবায় নিয়োজিত থাকবেন মর্মে আশা প্রকাশ করে এবং তাঁর ও তাঁর পরিবারের সকলের দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর জীবন কামনা করে মন্ত্রিসভার ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি ধন্যবাদ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০২ মার্চ ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৪০) জনাব মাহবুব আহমেদ অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালনশেষে বাংলাদেশ সরকারের মনোনয়নে চলতি বছরের মার্চ মাসের শুরুতে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। সরকারি কর্মকর্তা হিসাবে দীর্ঘকাল দেশের সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় জনাব মাহবুব আহমেদ-কে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করে এবং তাঁর ও তাঁর পরিবারের সকলের দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর জীবন কামনা করে মন্ত্রিসভার ০২ মার্চ ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি ধন্যবাদ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০২ মার্চ ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৪১) বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক টেস্ট সিরিজে দ্বিতীয় টেস্টে শ্রীলংকা জাতীয় ক্রিকেট দলকে পরাজিত করে সিরিজে সমতা (১-১) লাভ করেছে। ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন তামিম ইকবাল এবং ম্যান অব দ্য সিরিজ হয়েছেন সাকিব আল হাসান। ম্যাচ ও সিরিজ-সেরার দু'টি অর্জনই পেয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের এ সাফল্যে সকল খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে এবং নিরলস অনুশীলনের মাধ্যমে আগামীতেও ভাল ফলাফল অর্জন করে জাতির গৌরব বৃদ্ধিতে সকলে সম্মিলিতভাবে অবদান রাখবেন মর্মে দৃঢ় প্রত্যাশা ব্যক্ত করে মন্ত্রিসভার ২০ মার্চ ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২২ মার্চ ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৪২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ ০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ০৪ জুলাই ২০১৬ মেয়াদে ভুটান; ২৮ আগস্ট ২০১৬ থেকে ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ মেয়াদে যুক্তরাজ্য; ০৬ ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে ১১ ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে সিঙ্গাপুর এবং ২৪ এপ্রিল ২০১৭ থেকে ০৪ মে ২০১৭ মেয়াদে যুক্তরাজ্য ও জার্মান সরকারি সফর করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতির ঢাকা ত্যাগ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা হয়।

(৪৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ জুলাই ২০১৬ থেকে ১৬ জুলাই ২০১৬ মেয়াদে মঙ্গোলিয়া; ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ মেয়াদে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র; ১৫ অক্টোবর ২০১৬ থেকে ১৬ অক্টোবর ২০১৬ এবং ০৭ এপ্রিল ২০১৭ হতে ১০ এপ্রিল ২০১৭ মেয়াদে ভারত; ১৪ নভেম্বর ২০১৬ থেকে ১৬ নভেম্বর ২০১৬ মেয়াদে মরোক্কো; ১৫ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ২১ জানুয়ারি ২০১৭ মেয়াদে সুইজারল্যান্ড; ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ হতে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ মেয়াদে জার্মানি; ০৬ মার্চ ২০১৭ হতে ০৮ মার্চ ২০১৭ মেয়াদে ইন্দোনেশিয়া; ২৯ মে ২০১৭ হতে ৩০ মে ২০১৭ মেয়াদে অস্ট্রিয়া এবং ১৩ জুন ২০১৭ হতে ১৭ জুন ২০১৭ মেয়াদে সুইডেন সরকারি সফর করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা ত্যাগকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা হয়।

(৪৪) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে মোট জারিকৃত আইনের সংখ্যা ৩৬টি। এসময়ে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে মোট ১২টি নীতিমালা/কর্মকৌশল/কর্মপরিকল্পনা এবং ৩১টি আন্তর্জাতিক চুক্তি/সমঝোতা স্মারক অনুমোদন করা হয়।

(৪৫) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে মোট ৪৬টি আইনের খসড়া নীতিগতভাবে এবং ৩২টি আইনের খসড়া চূড়ান্তভাবে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়।

(৪৬) মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রিসভার অনুমোদন গ্রহণক্রমে প্রণয়ন, মুদ্রণ ও সীমিত আকারে বিতরণ করা হয়।

(৪৭) ২০১৭ সালের প্রারম্ভে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে প্রদত্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন, মন্ত্রিসভার অনুমোদন গ্রহণ এবং ভাষণের কপি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মুদ্রিত করে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(৪৮) ১৯৮৯ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ-বৈঠকের কার্যবিবরণী, সারসংক্ষেপ এবং বিজ্ঞপ্তিসমূহে পৃষ্টা নম্বর প্রদান এবং সূচিপত্র তৈরি করতঃ বই আকারে বাঁধাই করে মোট নয় খন্ড রেকর্ড স্থায়ীভবে সংরক্ষণের জন্য ০৭ জুন ২০১৭ তারিখে পরিচালক, আরকাইভস্ ও গ্রান্থাগার অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

(৪৯) ১৯৭৭ সালে প্রণীত সমরপুস্তকের হালনাগাদ সংস্করণের খসড়া ভেটিংয়ের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণের পূর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদনের জন্য সারসংক্ষেপ তাঁর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

(৫০) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ৮০টি মামলায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে 'মোকাবিলা বিবাদী' উল্লেখ করা হয়। মামলাসমূহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে রুলনিশি/আরজি/রায়ের কপি প্রেরণ করা হয়।

(৫১) বিভাগীয় কমিশনার এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত ২৪টি সার-সংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর প্রেরণ করা হয়। পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে উপস্থাপিত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৫২) 'Building Capacity for the use of Research Evidence (BCURE)'-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তিনটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ যথা: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের এ পর্যন্ত সর্বমোট ৩৬৯ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ Evidence-Informed Policy Making (EIPM)-ভিত্তিক Policy প্রণয়নে দক্ষতা অর্জন করেছে, যা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের Policy প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

(৫৩) ২৮-২৯ জুলাই ২০১৬ মেয়াদে অনুষ্ঠিত 'উন্নয়ন উদ্ভাবনে জনপ্রশাসন'-শীর্ষক সামিটে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্টল আয়োজন এবং পরিচালনা করা হয়।

(৫৪) ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশে সিআরভিএস বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের জন্য Bloomberg Philanthropies-এর 'Data for Health (D4H) Initiative'-শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রাপ্তিবিষয়ক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(৫৫) মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ সংক্রান্ত কমিটির প্রথম সভা ১৬ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে, দ্বিতীয় সভা ০২ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে এবং তৃতীয় সভা ২০ মার্চ ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

(৫৬) ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রথম আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে এবং দ্বিতীয় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা ০৬ মার্চ ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

(৫৭) ২৪ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে বিসিএস কর্মকর্তাগণের বিভিন্ন কোর্সে National Social Security Strategy (NSSS) অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাব্যতাবিষয়ক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৫৮) ১৯ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনা (Istanbul Programme of Action-IPoA) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 'সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কমিটি'-এর দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৫৯) ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে 'National Validation Workshop on Civil Registration Vital Statistics (CRVS) Enterprise Architecture'-শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

(৬০) ২৭ মার্চ ২০১৭ থেকে ০৫ দিনব্যাপী জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক খসড়া কর্ম-পরিকল্পনার বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

(৬১) 'Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh'-শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের Project Implementation Committee (PIC)-এর প্রথম সভা ১১ মে ২০১৭ তারিখে এবং Project Steering Committee (PSC)-এর প্রথম সভা ০৮ জুন ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

(৬২) ২০ জুন তারিখে 'Social Security Policy Support (SSPS) Programme'-শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের Project Steering Committee (PSC)-এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৬৩) ১৪ জুন টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট-১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১.১ - ১.৪ অর্জনের নিমিত্ত কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তাতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল অন্তর্ভুক্তকরণ সংক্রান্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

(৬৪) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরব্যাপী 'Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh' এবং 'Social Security Policy Support (SSPS) Programme'-শীর্ষক দুইটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।

(৬৫) বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৭ মাস পর্যন্ত প্রমাপ অনুযায়ী ভ্রমণ, রাত্রিযাপন, পরিদর্শন, দর্শন করেছেন। জেলা প্রশাসকগণের পরিদর্শনের বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের Key Performance Indicator (KPI)-ভুক্ত এবং জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত KPI-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়।

(৬৬) উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতা-বহির্ভুত এলাকায় সুউচ্চ ভবন নির্মাণের নক্শা অনুমোদন এবং গুনগত মান নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৬৭) জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন কর্মসূচি এবং National Household Database (NHD) প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়।

(৬৮) মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় একটি কারিগরি স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ্যাম্বুলেন্স বরাদ্দের জন্য যথাক্রমে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৬৯) ২০১৬-১৭ সালের কৃষিসেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ মনিটরিং করার জন্য সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অনুরোধ করা হয়।

(৭০) মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ী ও ধলঘাটা ইউনিয়নে একটি টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষিত ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক ডিগ্রি অর্জনের জন্য শিক্ষা-বৃত্তি প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৭১) কক্সবাজার জেলার খাসজমির দিয়ারা জরিপ সম্পাদনের বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৭২) নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসকগণের তিনবছর মেয়াদি অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(৭৩) টাঙ্গুয়ার হাওড় এলাকার সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত বিধিমালা, নীতিমালা ও মৎস্যসম্পদ আহরণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ওপর মতামত পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(৭৪) কক্সবাজার জেলার শাহপরীর দ্বীপ এলাকার ৬৮ নম্বর পোল্ডারের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়িবাঁধ পুনর্নির্মাণ এবং পাবনা শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ইছামতি নদীকে বাঁচাতে কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৭৫) হতদরিদ্রদের জন্য ১০ টাকা/কেজি মূল্যে চাল বিতরণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণের বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়।

(৭৬) বিপিএটিসি কর্মচারীদের যাতায়াত-ভাতা ও বাড়িভাড়া-ভাতা ঢাকা শহরে কর্মরত কর্মচারীদের প্রাপ্যতার অনুরূপ হারে প্রদানের বিষয়ে মতামত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(৭৭) কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থের ওপর অগ্রিম আয়কর ও ভ্যাট মওকুফের বিষয়ে অর্থ বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৭৮) প্রতিটি 'জেলা ও উপজেলায় একটি মডেল মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ'-শীর্ষক প্রকল্পের জন্য জমি দান/সংগ্রহ/অধিগ্রহণের বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে এবং জেলা প্রশাসকগণের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৭৯) চিনিকল এলাকায় অননুমোদিত আখ মাড়াইকলে গুড় উৎপাদন বন্ধ এবং ইক্ষু এলাকায় ইক্ষু ও গুড়ের অবাধ চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮০) রংপুর সুগার মিলের সাহেবগঞ্জ বাণিজ্যিক খামারের জমিতে বিধি-বহির্ভূতভাবে ঘর তোলা বন্ধ ও উচ্ছেদকরণ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮১) সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে প্রাণী-স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর স্টেরয়েড ও হরমোন জাতীয় ঔষধ চোরাচালান প্রতিরোধ এবং কোরবানির পশুহাটে আগত ক্রেতা-বিক্রেতা ও পশুর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮২) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে যাওয়ার রাস্তাটি চার লেনে উন্নীতকরণ বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮৩) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে বিভাগীয় কমিশনার এবং বিভাগীয় কমিশনারের সঙ্গে জেলা প্রশাসকগণের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিষয়ে সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮৪) রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং আরকাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরে প্রেরণের বিষয়ে সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮৫) ক্ষতিকর রাসায়নিকমুক্ত ফল ও ভেজালমুক্ত খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮৬) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার নিমিত্ত বিদ্যুতের দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহারের বিষয়ে সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮৭) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা শহরের নির্ধারিত স্থানে ২০১৬ সালের কোরবানির পশু জবাই নিশ্চিতকরণ এবং পশু মোটাতাজাকরণে রাসায়নিকের ব্যবহার প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮৮) গাড়িতে মেয়াদোত্তীর্ণ গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারে ঝুঁকির বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮৯) জনবান্ধব ভূমি অফিস বিষয়ক সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং ভূমি বিষয়ক উদ্ভাবনী চর্চার তথ্য প্রেরণের বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯০) ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি থেকে নুড়ি পাথর উত্তোলনের ফলে জনস্বার্থ ও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯১) ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫ এবং ফরমালিন (আমাদানি, উৎপাদন, পরিবহণ, মজুদ, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯২) সিগারেট ও বিড়ি খাত থেকে যথাযথ রাজস্ব সংগ্রহে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা দূরীকরণের লক্ষ্যে নিবারক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯৩) 'বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস' উদ্‌যাপনের বিষয়ে সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯৪) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন ও অন্যান্য ফি সরকারের নির্দেশনা ব্যতিরেকে বর্ধিত হারে আদায় না করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯৫) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৭তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস-২০১৭ যথাযথভাবে উদ্‌যাপনে সকল বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অনুরোধ করা হয়।

(৯৬) কমিউনিটি ক্লিনিক ও শিশু-বিকাশ সংক্রান্ত কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে সকল বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯৭) জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সকল প্রতিষ্ঠানকে কানেকটিভিটির আওতায় আনার জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯৮) মহাসড়কে অবৈধ স্থাপনা অপসারণে নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৯৯) মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার খাসজমি বন্দোবস্তের বিষয়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার-কে অনুরোধ করা হয়।

(১০০) খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার রঘুনাথপুর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রকে পূর্ণাঙ্গ থানায় উন্নীতকরণের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১০১) সীমান্ত এলাকায় Base Transceiver Station (BTS) স্থাপনে তৈরিকৃত খসড়া নির্দেশিকার বিষয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে মতামত প্রেরণ করা হয়।

(১০২) বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের তথ্য যাচাই-বাছাই কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১০৩) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিলেটের বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় কর্তৃক গৃহীত 'সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ' বাস্তবায়নের বিষয়ে সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১০৪) বঙ্গমাতা T20 জাতীয় স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজনে সহযোগিতার বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়।

(১০৫) পিরোজপুর জেলায় মুক্ত/প্রাকৃতিক জলাশয়গুলিতে হাঁস পালনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও পুষ্টির চহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১০৬) চট্টগ্রাম মহানগর এলাকাধীন নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি ও খুলশী আবাসিক এলাকার গেজেটভুক্ত ৪৩টি পরিত্যাক্ত বাড়ি বেহাত হওয়া থেকে রক্ষার বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।

(১০৭) বিধি-বহির্ভূত পন্থায় বা পাইরেসির মাধ্যমে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত স্যাটেলাইট টেলিভিশন পে-চ্যানেলসমূহের গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ/প্রদর্শন বন্ধকরণের বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১০৮) উপজেলা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাব গঠনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়।

(১০৯) কক্সবাজারের হিলটপ সার্কিট হাউজের বিশেষ সংস্কার ও নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।

(১১০) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নারীদের জন্য পৃথক প্রক্ষালন কক্ষ স্থাপনের বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়।

(১১১) গাইবান্ধা জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সদস্যের মধ্য থেকে কর্মকর্তা/কর্মচারী পদায়নের বিষয়ে জনপ্রশাসন/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১১২) সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলায় ওএমএস কার্যক্রম চালু ও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১১৩) অতিবর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে সুনামগঞ্জ জেলার ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ এবং জিআর ক্যাশ, জি আর চাল ও ঢেউটিনের চাহিদার বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১১৪) ইউনিসেফের সহায়তাপুষ্ট Local Capacity Building and Community Empowerment (LCBC) কর্মসূচির প্রস্তাবিত দ্বিতীয় পর্যায়ের (২০১৭-২০২০) প্রকল্প বাস্তবায়নে মূল সমন্বয়কের ভূমিকা পালনের বিষয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।।

(১১৫) নারয়ণগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন চাষাড়ায় স্থানান্তর, চাষাড়া হতে নারায়ণগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত রেলপথের স্থলে সড়ক পথ এবং বিদ্যমান রেলওয়ে স্টেশনে বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১১৬) সুবন্ধি খাল সংস্কারের বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।।

(১১৭) যশোর জেলার ভবদেহ ও তৎসংলগ্ন এলাকার জলাবদ্ধতার বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১১৮) চীনের মহামান্য রাষ্ট্রপতি H.E. Mr. Xi Jinping ১৪-১৫ অক্টোবর ২০১৬ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি ১৫ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ সকাল ০৯.০০-০৯.১৫ ঘটিকায় সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। সফরকালে তাঁর উপযুক্ত সৌজন্য প্রদর্শন, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়।

(১১৯) থাইল্যান্ডের উচ্চপর্যায়ের বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতা শ্রী প্রাথেপ পারিয়াতমুনির নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ২২-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ মেয়াদে বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বান্দরবান জেলার বৌদ্ধ ধর্মীয় মন্দির ও স্থাপনাসমূহ পরিদর্শন করেন। সফরকালে তাদেঁর উপযুক্ত সৌজন্য প্রদর্শন, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়।

(১২০) ফিলিস্তিনের মহামান্য রাষ্ট্রপতি H.E. Mr. Mahmoud Abbas ০১-০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ মেয়াদে বাংলাদেশে সরকারি সফরকালে সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণকালে তাঁকে উপযুক্ত সৌজন্য প্রদর্শন, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ও নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকাকে অনুরোধ করা হয়।

(১২১) জুলাই/২০১৬ থেকে জুন/২০১৭ প্রর্যন্ত বিভিন্ন দেশের High Commissioner, Ambassador ও দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জেলা সফর করেন। সফরকালে তাদেঁর উপযুক্ত সৌজন্য প্রদর্শন, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়।

(১২২) ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ, বুধবার, জেলা পরিষদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান সম্পর্কে সজাগ থেকে অর্পিত নির্বাচনী দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ ও নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান এবং নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ সংক্রান্ত দুটি পরিপত্র জারি করা হয়।

(১২৩) ২২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ, বৃহস্পতিবার, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান সম্পর্কে সজাগ থেকে অর্পিত নির্বাচনী দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ, নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান এবং নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ সংক্রান্ত দুটি পরিপত্র জারি করা হয়।

(১২৪) দশম জাতীয় সংসদের ২৯ গাইবান্ধা-১ নির্বাচনি এলাকার শূন্যঘোষিত আসনের নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নির্বাচনে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারিগণকে নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধি মোতাবেক দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে নির্দেশনা ও নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান এবং নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৩ নম্বর আইন) অনুসরণ সংক্রান্ত দুটি পরিপত্র জারি করা হয়।

(১২৫) ৩০ মার্চ ২০১৭ বৃহস্পতিবার, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন ও দশম জাতীয় সংসদের ২২৫ সুনামগঞ্জ-২ নির্বাচনী এলাকার শূন্যঘোষিত আসনের নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নির্বাচনে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারিগণকে নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধি মোতাবেক দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে নির্দেশনা ও নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান এবং নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৩ নম্বর আইন) অনুসরণ সংক্রান্ত দুটি পরিপত্র জারি করা হয়।

(১২৬) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিববৃন্দ কর্তৃক ৭টি জেলা, ৩টি উপজেলা ও দুটি জেলায় ই-ফাইলিং কার্যক্রম এবং উপসচিব ও সিনিয়র সহকারী সচিববৃন্দ কর্তৃক ৯টি উপজেলা পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত মন্তব্য/সুপারিশের ওপর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১২৭) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ৩১৬টি অভিযোগ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৩০টি বিভাগীয় মামলা রুজুর জন্য অনুমতি প্রদান করা হয় এবং ১৪৮টি নথিজাত করা হয়। অবশিষ্ট ১৩৮টি অভিযোগ বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণের নিকট তদন্তাধীন রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত পুঞ্জীভূত মোট মামলার সংখ্যা ২৩১টি। এর মধ্যে ৩৯৩টি মামলায় চার্জশীট এবং ২২৯টি মামলায় অব্যাহতি দেওয়া হয়। অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ২৭৯টি।

(১২৮) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বিভিন্ন ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান থেকে অভিযোগ সংক্রান্ত সর্বমোট পাঁচটি আবেদনপত্র পাওয়া গেছে। প্রতিটি পত্র যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর ২৫৫ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক জনসাধারণের আবেদন/অভিযোগের পাশাপাশি ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে দেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা এবং বিভিন্ন দপ্তর হতে সচিবালয়ে অবস্থিত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবর প্রেরিত আনুমানিক ৫,৩০,০০০টি পত্র গ্রহণ ও বিতরণ করা হয়।

(১২৯) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ৫৩,৮২৫টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এ সময়ে ১,১০,৪৩০টি মামলা দায়ের এবং ৪৮,০১,৯৭,৮১৭ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় ১৪৯ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়।

(১৩০) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ২৮টি মন্ত্রিসভা কমিটি/পরিষদ/কমিশন ও অন্যান্য কমিটির গঠন/পুনর্গঠনপূর্বক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

(১৩১) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে একটি বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ও ১০টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ভিডিও কনফারেন্সিং এবং নবনিয়োগপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসকগণের ব্রিফিং সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

(১৩২) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ৭টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে ১২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া ১০১ জন কর্মকর্তা বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

(১৩৩) বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় মাসিক সভার তারিখ সুনির্দিষ্টকরণ সংক্রান্ত একটি পরিপত্র ০৮.০৮.২০১৬ তারিখের ৭৩২ নম্বর স্মারকে জারি করা হয়।

(১৩৪) জেলা পরিষদ/উপজেলা পরিষদ/পৌরসভায় অনুষ্ঠেয় মাসিক সভার তারিখ সুনির্দিষ্টকরণ সংক্রান্ত একটি পত্র ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(১৩৫) বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের কার্যালয়ে যারা বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁদের database প্রস্তুত করা হয়।

(১৩৬) মাঠপর্যায়ে কর্মকর্তাগণের সঙ্গে বিভাগীয় কমিশনারগণের সভার আয়োজন সংক্রান্ত একটি পরিপত্র প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়।

(১৩৭) প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রদান নীতিমালার (জ) (২)-এর সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।

(১৩৮) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ঢাকায় অনুষ্ঠেয় সভায় বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের অংশগ্রহণের আবশ্যকতা থাকলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পূর্ব-সম্মতি গ্রহণের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবগণকে পুনরায় অনুরোধ করা হয়।

(১৩৯) জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ-এর সুপারিশের আলোকে জেলা পর্যায়ে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার কর্মকর্তা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ ব্যবস্থা সহজিকরণ ও সময়োপযোগীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।

৭.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সম্পাদিত কার্যাবলি

(১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের রাজস্ব খাতের বরাদ্দ থেকে এ বিভাগের নবম থেকে তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত ৫৯ জন কর্মকর্তাকে মোট ১৬ দিনব্যাপী, দশম গ্রেডভুক্ত ৩৯ জন কর্মকর্তাকে সাত দিনব্যাপী, এগার থেকে ষোল গ্রেডভুক্ত ৪৬ জন কর্মচারীকে মোট ছয় দিনব্যাপী এবং সতের থেকে বিশ গ্রেডভুক্ত ৫৮ জন কর্মচারীকে চার দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের দশজন কর্মকর্তাকে 'পাবলিক সার্ভিস ট্রান্সফরমেশন'-শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য শ্রীলঙ্কায় প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের যাবতীয় ব্যয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশিক্ষণ খাতের বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের দশম গ্রেডভুক্ত পনেরজন কর্মকর্তাকে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য বিয়াম ফাউন্ডেশন আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কক্সবাজারে প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের যাবতীয় ব্যয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশিক্ষণ খাতের বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা হয়।

(২) 'মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা' পুস্তিকাটির 'আর্থিক ক্ষমতা বণ্টন' অংশটি হালনাগাদ করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংস্থাপন অধিশাখায় প্রেরণ করা হয়।

(৩) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ২৩ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এবং প্রথম কোয়ার্টারের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন অনুমোদন করে অর্থ বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৪) বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য ২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরসমূহের বাজেটে ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম/ কর্মসূচির প্রথম প্রান্তিকের অগ্রগতি প্রতিবেদন ০৭ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৫) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MBF); ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন); ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বাজেট প্রাক্কলন ও পরবর্তী দুই অর্থ-বছরের প্রক্ষেপণ অনুমোদিত হয়। অতঃপর ০২ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে সভার কার্যবিবরণীসহ অর্থ বিভাগ এবং আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৬) কর ব্যতীত রাজস্ব (Non-Tax Revenue) ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্ব (Non NBR Tax Revenue) আয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রণয়ন করে ২৬ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৭) 'মঞ্জুরি বরাদ্দের দাবিসমূহ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)'-শীর্ষক বাজেট পুস্তিকায় সংযোজনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মৌলিক ও সাম্প্রতিক কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজিতে) প্রস্তুত করে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৮) মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০০৮-০৯ অর্থ-বছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন, ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের কর্ম-পরিকল্পনা (সপ্তম পঞ্চবার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে) এবং ২০১৭-১৮ থেকে ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের মধ্যমেয়াদি কর্ম-পরিকল্পনা সম্বলিত প্রতিবেদন ০৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৯) ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় 'ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা' অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ, এগুলির অগ্রগতি এবং আগামীর পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয় হালনাগাদ তথ্য ১৩ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(১০) বাজেট পরিপত্র-২-এর পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের জন্য ৯৫.০৫ কোটি টাকার প্রাক্কলন এবং ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের জন্য যথাক্রমে ১০১.৭০ কোটি ও ১০৮.৮২ কোটি টাকার প্রক্ষেপণ চূড়ান্ত অনুমোদনপূর্বক ০৭ মে ২০১৭ তারিখে অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।

(১১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, মুদ্রণ ও প্রকাশ করা হয়।

(১২) প্রতিবেদনাধীন সময়ে তথ্য অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত পেপার ক্লিপিং সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ২৩৩টি পেপার ক্লিপিং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(১৩) ৩ মে ২০১৭ তারিখে জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ মাস পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণী, বিজ্ঞপ্তি এবং সারসংক্ষেপসমূহে পৃষ্ঠা নম্বর প্রদান এবং সূচিপত্র তৈরি করে মোট ৩৬ খন্ড রেকর্ড বই আকারে বাঁধাইয়ের জন্য বিজি প্রেসে প্রেরণ করা হয়।

(১৪) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ১২ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয় এবং পাঁচ জন কর্মচারী নতুন নিয়োগ করা হয়।

পরিশিষ্ট-০১

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাগণের তালিকা

মন্ত্রিপরিষদ সচিব

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১.	জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম পরিচিতি নম্বর-১০৯৮	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত

সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১.	জনাব এন. এম. জিয়াউল আলম পরিচিতি নম্বর-৩৩৯৪	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত

অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১.	জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন পরিচিতি নম্বর-৩৪১৮	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩১-১০-২০১৬ পর্যন্ত
২.	জনাব বিজয় ভট্টাচার্য পরিচিতি নম্বর-৩১৯৯	অতিরিক্ত সচিব	১৫-১১-২০১৬ থেকে ০৭-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
৩.	জনাব এম. বজলুল করিম চৌধুরী পরিচিতি নম্বর-৪৭৬৯	অতিরিক্ত সচিব	২২-০৬-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত

অতিরিক্ত সচিব

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১.	জনাব বিজয় ভট্টাচার্য পরিচিতি নম্বর-৩১৯৯	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ১৪-১১-২০১৬ পর্যন্ত
২.	জনাব মোঃ মহিউদ্দীন খান পরিচিতি নম্বর-২১৭৩	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ২৮-১২-২০১৬ পর্যন্ত
৩.	জনাব মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী পরিচিতি নম্বর-৪৫০৮	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
৪.	জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৪৫৯৯	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
৫.	জনাব মোঃ আবদুল ওয়াদুদ পরিচিতি নম্বর-৪৭৬৯	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
৬.	জনাব মোঃ সুলতান আহ্মদ পরিচিতি নম্বর-৪৫০৭	অতিরিক্ত সচিব	২০-১২-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
৭.	এ কে মহিউদ্দিন আহমদ পরিচিতি নম্বর-৪৫১৩	অতিরিক্ত সচিব	১৩-১১-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
৮.	জনাব মোঃ আশরাফ শামীম পরিচিতি নম্বর-৪৬১৫	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত

৯.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৫২৩০	অতিরিক্ত সচিব	২৭-১১-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
১০.	জনাব মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম পরিচিতি নম্বর-৪০৭৪	অতিরিক্ত সচিব	২৭-১১-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত

যুগ্মসচিব

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৫২৩০	যুগ্মসচিব	০১-০৯-২০১৭ থেকে ২৬-১১-২০১৬ পর্যন্ত
২.	জনাব মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম পরিচিতি নম্বর-৪০৭৪	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ২৬-১১-২০১৬ পর্যন্ত
৩.	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন পরিচিতি নম্বর-৫৩৪৮	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ২৬-১১-২০১৬ পর্যন্ত
৪.	বেগম সাহান আরা বানু পরিচিতি নম্বর-৪১৩৪	যুগ্মসচিব	৩১-০১-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
৫.	জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী পরিচিতি নম্বর-৫৪৬৪	যুগ্মসচিব	৩১-০৮-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
৬.	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৫৫৪৪	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
৭.	জনাব মোঃ আব্দুল বারিক পরিচিতি নম্বর-৫৬১৭	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
৮.	ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল পরিচিতি নম্বর-৫৬৫১	যুগ্মসচিব	২৭-১২-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
৯.	জনাব মোঃ আশরাফ হোসেন পরিচিতি নম্বর-৫৭০৫	যুগ্মসচিব	২৭-১১-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
১০.	জনাব শাব্বীর হোসেন পরিচিতি নম্বর-৫৭৪৩	যুগ্মসচিব	২৭-১১-২০১৬ থেকে ২৮-০৩-২০১৭ পর্যন্ত
১১.	খোন্দকার মোঃ আব্দুল হাই, পিএইচডি পরিচিতি নম্বর-৫৭৯৭	যুগ্মসচিব	২৭-১১-২০১৬ থেকে ০২-০১-২০১৭ পর্যন্ত
১২.	জনাব হাবিবুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৫৮২৬	যুগ্মসচিব	২৭-১১-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত

উপসচিব

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১.	জনাব মোঃ আশরাফ হোসেন পরিচিতি নম্বর-৫৭০৫	উপসচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ২৬-১১-২০১৬ পর্যন্ত
২.	জনাব শাব্বীর হোসেন পরিচিতি নম্বর-৫৭৪৩	উপসচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ২৬-১১-২০১৬ পর্যন্ত
৩.	খোন্দকার মোঃ আব্দুল হাই, পিএইচডি পরিচিতি নম্বর-৫৭৯৭	উপসচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ২৬-১১-২০১৬ পর্যন্ত
৪.	জনাব হাবিবুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৫৮২৬	উপসচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ২৬-১১-২০১৬ পর্যন্ত

৫.	বেগম হাবিবুন নাহার পরিচিতি নম্বর -৬০৩৩	উপসচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ২৮-০২-২০১৭ পর্যন্ত
৬.	জনাব মোঃ সাজেদুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর -৬০৯২	উপসচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত
৭.	জনাব মোঃ নাজমুল হুদা সিদ্দিকী পরিচিতি নম্বর-৬৪১৩	উপসচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
৮.	জনাব আবু ছালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান পরিচিতি নম্বর-৬৫১৫	উপসচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ০৯-০৫-২০১৭ পর্যন্ত
৯.	বেগম ইয়াসমিন বেগম পরিচিতি নম্বর-৬৫৪০	উপসচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ১৬-০১-২০১৭ পর্যন্ত
১০.	বেগম আয়েশা আক্তার পরিচিতি নম্বর-৬৫৭০	উপসচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
১১.	জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন পরিচিতি নম্বর-৬৫০৯	উপসচিব (সংযুক্ত)	০১-০৭-২০১৬ থেকে ২১-১১-২০১৬ পর্যন্ত
১২.	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৬৬৩২	উপসচিব (সংযুক্ত)	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
১৩.	মিজ্ মনিরা বেগম পরিচিতি নম্বর-৬৬৩৪	উপসচিব (সংযুক্ত)	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
১৪.	জনাব মঈনউল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-৬৬৪৬	উপসচিব (সংযুক্ত)	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
১৫.	জনাব মোঃ আবদুল্লাহ হারুন পরিচিতি নম্বর-৬৬৯৩	উপসচিব (সংযুক্ত)	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
১৬.	জনাব আলতাফ হোসেন সেখ পরিচিতি-৬৭১৫	উপসচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
১৭.	জনাব মোঃ ছাইফুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-৬৭৮৯	উপসচিব (সংযুক্ত)	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
১৮.	মোঃ রেজাউল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-৬৭৯২	উপসচিব (সংযুক্ত)	০৮-০১-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
১৯.	জনাব মোঃ শাফায়াত মাহবুব চৌধুরী পরিচিতি নম্বর-৬৮৪৩	উপসচিব (সংযুক্ত)	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
২০.	জনাব রিয়াসাত আল ওয়াসিফ পরিচিতি নম্বর-১৫০৪০	উপসচিব (সংযুক্ত)	২৭-১১-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
২১.	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী পরিচিতি নম্বর-১৫০৪৭	উপসচিব (সংযুক্ত)	২৭-১১-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
২২.	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান পরিচিতি নম্বর-১৫০৫২	উপসচিব (সংযুক্ত)	২৭-১১-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
২৩.	জনাব মোঃ আশফাকুল আমিন মুকুট পরিচিতি নম্বর-১৫০৭৩	উপসচিব (সংযুক্ত)	২৭-১১-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত

২৪.	জনাব মোঃ ওসমান গনি পরিচিতি নম্বর-১৫০৮১	উপসচিব (সংযুক্ত)	২৭-১১-২০১৬ থেকে ২৩-০১-২০১৭ পর্যন্ত
২৫.	ড. ফারুক আহাম্মদ পরিচিতি নম্বর-১৫০৯২	উপসচিব (সংযুক্ত)	২৭-১১-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
২৬.	জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান পরিচিতি নম্বর-১৫১১১	উপসচিব (সংযুক্ত)	২৭-১১-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
২৭.	ড. আশরাফুল আলম পরিচিতি নম্বর-১৫২০৪	উপসচিব (সংযুক্ত)	২৩-০৪-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
২৮.	মোছাঃ মোর্শেদা ফেরদৌস পরিচিতি নম্বর-১৫২৬৭	উপসচিব (সংযুক্ত)	২৩-০৪-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
	মো: সাজ্জাদুল হাসান পরিচিতি নম্বর-১৫৩২৩	উপসচিব (সংযুক্ত)	২৩-০৪-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
	রুবাইয়াত-ই-আশিক পরিচিতি নম্বর-১৫৩৬৬	উপসচিব (সংযুক্ত)	২৩-০৪-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
২৯.	জনাব এইচ, এম, নূরুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৫৩৬৮	(উপসচিব) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব	২৩-০৪-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
৩০.	জনাব মোহাম্মদ কায়কোবাদ খন্দকার পরিচিতি নম্বর-১৫৪১৬	উপসচিব (সংযুক্ত)	২৩-০৪-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
৩১.	মিজ্ গুলশান আরা পরিচিতি নম্বর-১৫৪৬৫	উপসচিব (সংযুক্ত)	২৩-০৪-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
৩২.	মুহাম্মদ লুৎফর রহমান পরিচিতি নম্বর-১৫৪৮৭	উপসচিব (সংযুক্ত)	২৩-০৪-২০১৭ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত

<u>সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান</u>

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১.	জনাব রিয়াসাত আল ওয়াসিফ পরিচিতি নম্বর-১৫০৪০	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ২৬-১১-২০১৬ পর্যন্ত
২.	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী পরিচিতি নম্বর-১৫০৪৭	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ২৬-১১-২০১৬ পর্যন্ত
৩.	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান পরিচিতি নম্বর-১৫০৫২	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ২৬-১১-২০১৬ পর্যন্ত
৪.	জনাব মোঃ আশফাকুল আমিন মুকুট পরিচিতি নম্বর-১৫০৭৩	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ২৬-১১-২০১৬ পর্যন্ত
৫.	জনাব মোঃ ওসমান গনি পরিচিতি নম্বর-১৫০৮১	সিনিয়র সহকারী সচিব	২৬-১০-২০১৬ থেকে ২৬-১১-২০১৬ পর্যন্ত
৬.	ড. ফারুক আহাম্মদ পরিচিতি নম্বর-১৫০৯২	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ২৬-১১-২০১৬ পর্যন্ত
৭.	জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান পরিচিতি নম্বর-১৫১১১	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ২৬-১১-২০১৬ পর্যন্ত

৮.	ড. আশরাফুল আলম পরিচিতি নম্বর-১৫২০৪	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ২২-০৪-২০১৭ থেকে
৯.	মোছাঃ মোর্শেদা ফেরদৌস পরিচিতি নম্বর-১৫২৬৭	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ২২-০৪-২০১৭ থেকে
১০.	মো: সাজ্জাদুল হাসান পরিচিতি নম্বর-১৫৩২৩	সিনিয়র সহকারী সচিব	০৩-০৪-২০১৭ থেকে ২২-০৪-২০১৭ থেকে
১১.	কাজী নিশাত রসুল পরিচিতি নম্বর-১৫৩২৫	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ০৩-১২-২০১৬ পর্যন্ত
১২.	রুবাইয়াত-ই-আশিক পরিচিতি নম্বর-১৫৩৬৬	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ২২-০৪-২০১৭ থেকে
১৩.	জনাব এইচ, এম, নূরুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৫৩৬৮	মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব)	০১-০৭-২০১৬ থেকে ২২-০৪-২০১৭ থেকে
১৪.	জনাব মোহাম্মদ কায়কোবাদ খন্দকার পরিচিতি নম্বর-১৫৪১৬	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ২২-০৪-২০১৭ থেকে
১৫.	মিজ্ গুলশান আরা পরিচিতি নম্বর-১৫৪৬৫	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ২২-০৪-২০১৭ থেকে
১৬.	মুহাম্মদ লুৎফর রহমান পরিচিতি নম্বর-১৫৪৮৭	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ২২-০৪-২০১৭ থেকে
১৭.	জনাব আনিসুর রহমান পরিচিতি নম্বর-১৫৫০৪	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৩-২০১৭ থেকে ২০-০৬-২০১৭ থেকে
১৮.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৫৫০৬	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
১৯.	খন্দকার সাদিয়া আরাফিন পরিচিতি নম্বর-১৫৫৫৭	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
২০.	জনাব মোঃ শাহগীর আলম পরিচিতি নম্বর-১৫৫৬৫	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
২১.	জনাব মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান পরিচিতি নম্বর-১৫৫৭৪	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
২২.	খন্দকার ইসতিয়াক আহমেদ পরিচিতি নম্বর-১৫৫৮১	সিনিয়র সহকারী সচিব	২০-০৬-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
২৩.	জনাব মুহাম্মদ আসাদুল হক পরিচিতি নম্বর-১৫৬৬৪	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
২৪.	মিজ্ মাহফুজা বেগম পরিচিতি নম্বর-১৫৬৯৮	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
২৫.	জনাব খন্দকার মনোয়ার মোর্শেদ পরিচিতি নম্বর-১৫৭৬১	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
২৬.	বেগম মুন্না রাণী বিশ্বাস পরিচিতি নম্বর-০৫৮৬	সহকারী প্রধান	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
২৭.	জনাব মনজুর আহমেদ পরিচিতি নম্বর-১১২৭৫	সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত

২৮.	জনাব মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান খাঁন	সিস্টেম এনালিস্ট	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
২৯.	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	সহকারী সিস্টেম এনালিস্ট	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
৩০.	জনাব মোঃ শাহীন মিয়া	মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
৩১.	জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন	প্রোগ্রামার	০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত
৩২.	জনাব রফিকুল ইসলাম	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০২-০৯-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত
৩৩.	জনাব মোঃ নওয়াব হোসেন	গোপনীয় কর্মকর্তা	০১-১২-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত

পরিশিষ্ট-০২

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (KPI)

ক্রমিক নম্বর	নির্দেশক	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/শতকরা) ২০১৬-১৭	জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০১৭		মন্তব্য
			সংখ্যা	শতকরা	
১.	মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	গৃহীত-৩৪৭ বাস্তবায়িত-২৪৬	৭১%	সন্তোষজনক
২.	মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	গৃহীত-৬৬ বাস্তবায়িত-৬৩	৯৫%	সন্তোষজনক
৩.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণের মাঠপর্যায়ের অফিস পরিদর্শন প্রমাপ বাস্তবায়ন	(৩৬) ১০০% (প্রতি মাসে ৩টি)	৯২	২৫৬%	সন্তোষজনক
৪.	জেলা প্রশাসকগণের বার্ষিক পরিদর্শন প্রমাপ অর্জন	(৯,২১৬) ১০০% (প্রতি মাসে ৭৬৮টি)	১১,১৭৩	১২১%	সন্তোষজনক
৫.	জেলা প্রশাসক সম্মেলনে গৃহীত স্বল্পমেয়াদি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	(১৩১) ১০০%	১২১	৯২%	সন্তোষজনক
৬.	মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বাৎসরিক প্রমাপ বাস্তবায়ন	৩৬,৩৬০ ১০০% (প্রতিমাসে ৩,০০৫টি)	৫২,৫২৪	১৪৬%	সন্তোষজনক
৭.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের হার (মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অর্জিত নম্বরের গড়)	৮৬ (%)	-	-	মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি সম্পর্কিত তথ্য

২০১৬-১৭ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুন্নয়ন বাজেটের অধীনে একটি কর্মসূচি এবং উন্নয়ন বাজেটের অধীনে চারটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। অনুন্নয়ন বাজেটের অধীনে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিটি হল: ১.Capacity Development of Field Administration এবং উন্নয়ন বাজেটের অধীনে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প চারটি হল: ১. National Integrity Strategy (NIS) Support Project ২. Social Security Policy Support (SSPS) Programme ৩. Building Capacity for the use of Research Evidence (BCURE) in Bangladesh এবং ৪. Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh.

প্রকল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ, ব্যয় এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্ষেপে নীচে উল্লেখ করা হল:

(ক) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: ‘Capacity Development of Field Administration’

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বাস্তবায়নাধীন ‘Capacity Development of Field Administration’-শীর্ষক কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্যে হচ্ছে মাঠপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি যাতে সরকারি কাজের মান এবং গতি বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থ সাশ্রয়, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়।

২.০. প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

২.১. সরকার ঘোষিত ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মাঠপ্রশাসন কর্মকর্তাদের আইসিটি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ই-সেবার মানোন্নয়ন এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও মাঠপ্রশাসনের সঙ্গে দ্রুত ও কার্যকর সমন্বয় সাধন।

২.২. জনপ্রশাসন সংস্কার এবং সুশাসন বিষয়ে মাঠপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

২.৩. মাঠপ্রশাসন কর্মকর্তাদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে কাজের গুণগত ও পরিমাণগত সক্ষমতার উন্নতি।

৩.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত (৪২ মাস)

৪.০. কম্পোনেন্টসমূহ:

৪.১. Training

৪.২. Seminar/Workshop

৫.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ: ৬২৭.৬৯ লক্ষ টাকা (রাজস্ব বাজেট)

৫.১. ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ১৬০.৭৪ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১৬০.৭৪	১৬০.৭৪	-	১১৫.৪৪	১১৫.৪৪	-

৬.০. উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:

সম্পদ সংগ্রহ:

ক. ল্যাপটপ	০২টি
খ. ডেস্কটপ (ফুলসেট)	০১টি
গ. লেজার প্রিন্টার	০১টি
ঘ. স্ক্যানার	০১টি
ঙ. অফিস সরঞ্জামাদি	১০টি
চ. হার্ড ড্রাইভ	০৪টি
ছ. ফ্যাক্স মেশিন	০১টি
জ. ফটোকপিয়ার মেশিন	০১টি

৭.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট/উৎস: সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অনুন্নয়ন বাজেটের অর্থায়নে পরিচালিত। এ প্রকল্পে বিদেশি কোন অর্থায়ন নেই।

৮.০. প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা: কর্মসূচির ভৌত অগ্রগতি শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ।

(খ) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: '**National Integrity Strategy Support Project**'

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

বাংলাদেশের রাষ্ট্র এবং সমাজে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত উদ্যোগ হিসাবে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়। এই কৌশলপত্র বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়। এতে রাষ্ট্র, সুশীলসমাজ এবং বেসরকারি খাতের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়। বিদ্যমান আইনকানুন, নিয়মনীতির সংস্কারসাধন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন আইন এবং পদ্ধতি প্রণয়ন করে মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নের কথা বলা হয়। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার নতুন প্রতিষ্ঠানিক বিন্যাসও প্রস্তাব করা হয়।

২.০. প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

২.১. সরকারের নির্বাহী বিভাগের জনপ্রশাসন এবং স্থানীয় সরকারসমূহ সরকারি কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। এসব প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা এবং এগুলিতে নিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠাই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

৩.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ: ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে জুন ২০১৭ (৩০ মাস)

৪.০. কম্পোনেন্টসমূহ:

রাজস্ব:

৪.১	বেতন ও ভাতা
৪.২	সরবরাহ ও সেবা
৪.৩	প্রশিক্ষণ (দেশে ও বিদেশে)
৪.৪	ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সম্মেলন
৪.৫	পরামর্শক (দেশি-বিদেশি)

৫.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ: প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ১৪৩৩.৩৪ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ১৭৪.৪৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১২৫৮.৮৯ লক্ষ টাকা।

৫.১. ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বরাদ্দ ছিল ৫৮৬.০০ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
৫৮৬.০০	৬৭.০০	৫১৯.০০	৫৮০.০৭	৬১.০৭	৫১৯.০০

৬.০. উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:

মূলধন: ৬.১. সম্পদ সংগ্রহ: (ক) কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ (খ) কনফারেন্স রুম উন্নয়ন (গ) আসবাবপত্র (ঘ) অফিস ইকুইপমেন্ট

৭.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট/উৎস: প্রকল্পটি জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) ও বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত।

৮.০. প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা: প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি শতকরা ৯৯ ভাগ এবং ভৌত অগ্রগতি শতকরা ৬৩ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

(গ) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: 'Social Security Policy Support (SSPS) Programme'.

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ: জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা (policy support) প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে 'Social security Policy Support (SSPS) Programme'-শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে (Central Management Committee-CMC) সার্বিক সহযোগিতা প্রদানপূর্বক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহের দক্ষ ও কার্যকর বাস্তবায়নে সহায়তা করা এ প্রকল্পের অন্যতম কাজ। ইউএনডিপি এবং ডিএফআইডি-এর কারিগরি সহযোগিতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ যৌথভাবে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এ লক্ষ্যে দক্ষ জনসম্পদ তৈরির জন্য দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এনআইএলজি এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা হবে। বিভিন্ন দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উত্তম চর্চা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বিনিময়, শিক্ষা সফর ইত্যাদি এ প্রকল্পের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

২.০. প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য: প্রকল্পের উদ্যেশ্যগুলো হচ্ছে -

২.১. বাংলাদেশে একটি আধুনিক অর্ন্তভুক্তিমূলক (inclusive) সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কাঠামো তৈরি;

২.২. সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সেবা প্রদান পদ্ধতিতে সুশাসন দৃঢ়ীকরণ;

২.৩. জীবন-চক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পসমূহের পুনর্বিন্যাস, একক রেজিস্ট্রি ভিত্তিক এমআইএস প্রণয়ন, অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা কার্যকরকরণ, ই-পেমেন্ট পদ্ধতি

সম্প্রসারণ এবং ফলাফলভিত্তিক আধুনিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এ প্রকল্প কাজ করছে।

৩.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ: জুন/১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৭

৪.০. কম্পোনেন্টসমূহ:

৪.১. Hardware and Software Development

৪.২. Training

৪.৩. Seminar/Workshop

৫.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ: ৪৫৩৪.৯২ লক্ষ টাকা

৫.১. ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ১১৫০.০০ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১১৫০.০০	৮.০০	১১৪২.০০	১১৫০.০০	৮.০০	১১৪২.০০

৬.০. উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:

সম্পদ সংগ্রহ:

ক. ল্যাপটপ ২০টি
খ. ডেস্কটপ ২০টি
গ. লেজার প্রিন্টার ০৭টি
ঘ. স্ক্যানার ১০টি
ঙ. আসবাবপত্র ২০টি

৭.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট/উৎস: ইউএনডিপি এবং ডিএফআইডি-এর কারিগরি সহযোগিতায় পরিচালিত।

৮.০. প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা: প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি শতকরা ৪৯ ভাগ।

(ঘ) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: 'Building Capacity for the use of Research Evidence (BCURE) in Bangladesh'.

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে DFID-এর আর্থিক সহায়তায় 'Building Capacity for the use of Research Evidence (BCURE) in Bangladesh'-শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রকল্পের উদ্যোগী মন্ত্রণালয়। প্রধান বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ হচ্ছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সহযোগী বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় হচ্ছে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারের নীতি প্রণয়নে গবেষণার বিভিন্ন তথ্য/ফলাফল (Research evidence) ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারের নীতি নির্ধারকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

২.০. প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য: প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল সরকারের বিভিন্ন ধরনের নীতি প্রণয়নে Evidence Informed Policy Making বিষয়ে নীতি নির্ধারণকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি। তাছাড়া প্রকল্পটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

২.১. Evidence-based নীতি প্রণয়নে প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি;

২.২. পাইলটকৃত তিনটি মন্ত্রণালয়ের Evidence-based নীতি ব্যবহারে সক্ষমতা তৈরি;

২.৩. Evidence-based নীতি প্রণয়নের সচেতনতা ও এর উপকারিতা বৃদ্ধি।

৩.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ: নভেম্বর ২০১৫ হতে নভেম্বর ২০১৭ (০২ বছর)

৪.০. কম্পোনেন্টসমূহ:

রাজস্ব:

৪.১ বেতন ও ভাতা

৪.২ সরবরাহ ও সেবা

৪.৩ প্রশিক্ষণ

৪.৪ ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সম্মেলন

৪.৫ পরামর্শক (দেশি-বিদেশি)

৫.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ: প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ১৬৯৬.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ৮.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৬৮৮.০০ লক্ষ টাকা।

৫.১. ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৮১৩.০০ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
৮১৩.০০	৪.০০	৮০৯.০০	৭২০.৭৫	২.৬৫	৭১৮.১০

৬.০. উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:

মূলধন: নেই।

৭.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট/উৎস: প্রকল্পটি DFID-এর অর্থায়নে পরিচালিত।

৮.০. প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা: বাস্তবায়ন অগ্রগতি শতকরা ৯২ ভাগ এবং প্রকল্পের ভৌত কার্যক্রম নেই।

(ঙ) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: 'Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh'.

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ: প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৯১.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ব্যয় ১.০০ লক্ষ টাকা এবং নিউইয়র্ক ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Vital Strategies-হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সাহায্য ৩৯০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পের

মেয়াদ এপ্রিল ২০১৬ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত। একটি একক আইডি-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নাগরিকের জীবন-প্রবাহের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ তথ্য-উপাত্ত আকারে সংরক্ষণ এবং এর ভিত্তিতে সরকারের সকল সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) উদ্যোগের সূত্রপাত। বৈশ্বিক লক্ষ্য 'Get everyone in the picture'- বাস্তবায়নের নিমিত্ত রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককেই চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও তথ্যাদি যেমন: জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (as it occurs) নিবন্ধিত করা (civil registry) এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের পরিসংখ্যান (vital statistics) তৈরি করার নিয়মিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়াই হল CRVS । আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জন্ম (birth), মৃত্যু (death), মৃত্যুর কারণ (cause of death), বিবাহ (marriage), তালাক (divorce), এবং দত্তক (adoption) এ ছয়টি বিষয়কে সিআরভিএস-এর অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নেওয়া হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা (প্রধানত স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়) পৃথক পৃথক ভাবে বহু আগে থেকেই civil registration এবং vital statistics কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। কিন্তু এসকল কার্যক্রমে দ্বৈততা, অসামঞ্জস্যতা এবং কখনো কখনো বৈপরীত্য দেখা যায়। এজন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পে একটি সমন্বিত প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যার মাধ্যমে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে আরও সহজতর করা যায় এবং এর সঙ্গে মৃত্যুর কারণ সংযুক্ত করা হয়েছে যেন এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা যায়। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে 'বাংলাদেশে CRVS (Civil Registration and Vital Statistics) ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান করা'।

২.০. প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য: প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ:

ক) বাংলাদেশে CRVS ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য শক্তিশালী বাস্তবায়ন কাঠামো (Enterprise Architecture) গড়ে তোলা;

খ) গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালীকরণ;

গ) পাইলটিং উপজেলা গাজীপুরের কালীগঞ্জে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম সঠিক সময়ে সম্পূর্ণরূপে সম্পন্নকরণ;

ঘ) চারটি পাইলটিং হাসপাতালে মৃত্যুর কারণ নির্ধারণের জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা প্রবর্তিত আন্তর্জাতিক MCCoD (Medically Certified Cause of Death) ফরম প্রচলন করা;

ঙ) উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের ICD-10 কোডিং-এর আওতায় মৃত্যুর কারণ নির্ধারণের জন্য মৃত্যুর বাচনিক কারণ নির্ধারণ (Verbal Autopsy) বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং

চ) কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গুণগত এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন করা।

৩.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ: এপ্রিল ২০১৬ হতে জুন ২০১৭ (১৫ মাস)

৪.০. কম্পোনেন্টসমূহ:

রাজস্ব:

৪.১ বেতন ও ভাতা

৪.২ সরবরাহ ও সেবা

৪.৩ প্রশিক্ষণ

৪.৪ ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সম্মেলন

৪.৫ পরামর্শক (দেশি-বিদেশি)

৫.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ: প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ৩৯১.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে জিওবি ১.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৯০.০০ লক্ষ টাকা।

৫.১. ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৩৯১.০০ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
৩৯১.০০	১.০০	৩৯০.০০	২৬৯.৮৩	-	২৬৯.৮৩

৬.০. উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:

মূলধন: নেই।

৭.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট/উৎস: প্রকল্পটি নিউইয়র্ক ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Vital Strategies-এর অর্থায়নে পরিচালিত।

৮.০. প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা: বাস্তবায়ন অগ্রগতি শতকরা ৬৯ ভাগ এবং প্রকল্পের ভৌত কার্যক্রম নেই।